RUDRO SAGOR by Rakib Hassan

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

কিশোর
মুসা
রবিন
কিশোর থ্রিলার
তিন বন্ধু
রুদ্র সাগর
রকিব হাসান
www.MurchOna.com

তিন বন্ধু/কিশোর থ্রিলার

রুদ্র সাগর

রকিব হাসান

পাহাড়ের ওপরের টাওয়ারে
বাজে বাস্তুপরীর বাঁশি।
মুসা যেতে রাজি না কোনমতেই,
ভূতুড়ে কাণ্ড-কারখানায় তার বেজায় ভয়।
কিশোর বলে, 'পরী না ছাই, সব
মানুষের শয়তানি। কোথায় কখন একটা
বাঁশি বাজল, তার জন্যে এত সুন্দর রুদ্র সাগর
দেখব না? প্রয়োজনে বাঁশির রহস্যও
ভেদ করে ছাড়ব।'
তার সঙ্গে জোট বাঁধল ফারিহা, রবিন, টিটু ও বব।
গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিকই এসে হাজির হলো
'ঝামেলা' করার ওস্তাদ ফগর‍্যাম্পারকট।

পরিচয়

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা–

আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।

জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,

হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।

যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,

আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।

দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান–ব্যায়ামবীর,

আমেরিকান নিগ্রো। অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,

রবিন মিলফোর্ড–বইয়ের পোকা।

একই ক্লাসে পড়ি আমরা।

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে

পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

নতুন আরেকটা রহস্যের সমাধান করতে চলেছি।

এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

এক

'ইস্, কিশোরটা কেন যে আসছে না!' নাস্তার টেবিলে রীতিমত এক লেকচার দিয়ে ফেলল মুসার খালাত বোন ফারিহা, 'ও ছাড়া কি জমে? ওর চাচা-চাচী সেই কবে এসে বসে আছেন, অথচ ওর দেখা নেই। স্কুল কি এখনও ছুটি হলো না? আমাদের তো কবেই হয়ে গেছে। খামোকা বসে বসে সাতটা দিন পার করে দিলাম, কিছুই করা হলো না, মজার কিছু ঘটল না।'

'আসবে। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। আজকেই চিঠিটা পেলাম। এই যে,' একটা পোস্টকার্ড খাবার টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল মুসা। 'কাল আসছে। বাসে করে। গ্রীনহিলস বাস স্টপেজে যেতে বলেছে আমাদের। রসালো কোন রহস্য জুটাতে পেরেছি নাকি, জানতে চেয়েছে।'

'রসালো কী?' ভুরু কুঁচকালেন মুসার আম্মা মিসেস আমান।

'রহস্য, খালা,' ফারিহা বলল। চোখ চকচক করছে তার। 'কিশোরকে দেখলেই কোত্থেকে যেন একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে রহস্যগুলো। অবাক কাণ্ড! তুমি কল্পনাই করতে পারবে না…'

'থাক, আর কল্পনা করতে হবেও না। তোদের কাণ্ডকারখানায় অতিষ্ঠ হয়ে গেছি আমি। দেখ, এবারের ছুটিতেও যদি কোন রকম ঝামেলা পাকাস, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন মুসার বাবা মিস্টার রাফাত আমান। তারপর আবার খবর পড়ায় মন দিলেন।

ঝামেলা পাকাবি না বললেই শোনে কে? পরদিন ঠিকই কিশোরকে এগিয়ে আনতে বাস স্টপেজে রওনা হলো মুসা, রবিন ও ফারিহা।

মুসা বলল, 'বরাবরের মত এবারও কোন চালাকি করবে না তো কিশোর? ছদ্মবেশে আসবে নাকি?'

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

হাসল রবিন। 'এলেও লাভ হবে না। হঠাৎ যে রকম বেড়ে উঠেছে, সব লুকাতে পারলেও তার ওজন আর উচ্চতা লুকাবে কোথায়?'

'ওই যে, বাস আসছে,' বলে উঠল ফারিহা। 'ওই বাসেই তো আসার কথা কিশোরের, তাই না?'

দোতলা বাসটা এসে থামল। বাসের পিছনের দরজার কাছে দৌড়ে গেল তিনজনে। সারি দিয়ে লোক নামতে শুরু করল। কন্ডাকটর চেঁচাচ্ছে, 'তাড়াতাড়ি করুন। তাড়াতাড়ি। দেখে পা ফেলুন।'

মুসার গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিল রবিন। 'ওই যে কিশোর। ঠিকই ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছে। টিটুকে ভরেছে হাতের ওই বাক্সে। সরে থাকো। আমাদের যাতে না দেখে।'

বড়সড় এক কিশোর নামল বাস থেকে। বোঝা গেল, কেবল লম্বা না, মোটাও হয়েছে ও গত কয়েক মাসে। হাতে একটা বড় ঝুড়ি। ঢলঢলে একটা ওভারকোট গায়ে। গলায় জড়ানো হলুদ স্কার্ফ। টুপিটা নাকের উপর টেনে দিয়েছে এমন করে, চোখ প্রায় দেখাই যায় না। বাস থেকে নেমেই কাশতে শুরু করল ও ভীষণ ভাবে। সবুজ রঙের বড় একটা রুমাল বের করে মুখে চাপা দিল।

হাসতে শুরু করল ফারিহা। ফিসফিস করে বলল, 'কিশোরই, কোন সন্দেহ নেই। ও আমাদের সঙ্গে চালাকি করছে, আমরাও করব। বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করে যাব, কিন্তু ওকে বুঝতেই দেব না। আমাদের বোকা বানিয়ে মজা পেতে দেব না কিছুতেই।'

ছেলেটার পিছন পিছন বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে হেঁটে চলল ওরা। বাঁ পা সামান্য টেনে টেনে হাঁটছে ছেলেটা।

'আসলেই কিশোর,' হেসে বলল রবিন। 'ছদ্মবেশ নিলে যে সব চালাকি করে, তাই করছে। খুঁড়িয়ে হাঁটছে। তবে এবারে আর ফাঁকি দিতে পারেনি আমাদের।'

রাস্তার একটা মোড় ঘুরল ওরা। পাহাড়ী রাস্তা ধরে উঠতে শুরু করল ছেলেটা। ডাক না দিয়ে আর পারল না মুসা, 'ওদিকে যাচ্ছ কেন, মোটুরাম? থামো। তোমাকে চিনে ফেলেছি আমরা।' ছোটবেলায় এমনই মোটা ছিল কিশোর, ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল 'মোটুরাম'। তবে এখন ওজন কমানোর চেষ্টা করছে।

ডাক শুনে ফিরে তাকাল ছেলেটা। চোখে আগুন। 'কী বললে, মোটুরাম?

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

তোমাদেরও যদি একেকটা নাম দিয়ে দিই—কালটু, খ্যাঙড়া, পুঁচকি—কেমন লাগবে?'

'যতই রাগের ভান করো, মোটু মিয়া, এবার আর আমাদের ঠকাতে পারবে না,' হেসে জবাব দিল মুসা। ঝুড়িটা দেখিয়ে বলল, 'অকারণে ঢাকনা বন্ধ করে রেখে টিটু বেচারাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন? খুলে দাও। বাতাস খাক।'

'টিটু? কীসের টিটু?' খেঁকিয়ে উঠল ছেলেটা।

'কীসের টিটু জানো না? তোমার কুকুর।'

'এটার মধ্যে কুকুর নেই, বিড়াল। দেখবে? দেখো।' টান দিয়ে ঝুড়ির ডালা খুলে দিল ছেলেটা।

ঝাঁকি দিয়ে মাথা উঁচু করল বেশি খেয়ে গোল হয়ে যাওয়া এক হুলো। মনিবের মতই মোটা। হিসিয়ে উঠল। তীক্ষ্ণস্বরে খ্যাঁত-খ্যাঁত করে ধমক লাগাল গোয়েন্দাদের।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওরা। তারমানে প্রতিবারের মতই ছদ্মবেশী কিশোরকে অনুসরণ করতে গিয়ে এবারও ভুল করল ওরা!

'ইয়ে! দে-দে-দে-দেখো!' তোতলাতে শুরু করল মুসা, 'আসলেই ভুল হয়ে গেছে। কিছু মনে কোরো না, ভাই।'

'মনে করব না মানে?' রাগ যাচ্ছে না ছেলেটার। 'মোটুরাম বলে গালি না দিলে হয়তো মাপ করে দিতাম। এখন অত সহজে ছাড়ব না! ওই যে, রাস্তার মোড়ে পুলিশ দেখা যাচ্ছে। যাচ্ছি তার কাছে। নালিশ করব।' বিড়ালটাকে বলল, 'তোরও রাগ যাচ্ছে না, তাই না? মোটা বলায় অপমান লাগছে? যা, যত ইচ্ছে আঁচড়ে দে, কিচ্ছু বলব না।'

কিন্তু আঁচড়ানোর লোভেও ঝুড়ির আরাম ছেড়ে বেরোনোর কোন ইচ্ছেই দেখা গেল না মহা অলস হুলোটার। ছেলেটা গট গট করে এগিয়ে চলল রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো পুলিশের দিকে। শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল পুলিশম্যান। তাকে চিনতে পেরে আরও ভড়কে গেল গোয়েন্দারা। লোকটা মোটেও ওদের বন্ধু নয়, বরং শত্রুতা করার সুযোগ পেলে যতটা সম্ভব করবে। ওই পুলিশম্যান আর কেউ নয়, গ্রীনহিলস গাঁয়ের একমাত্র পুলিশ কনস্টেবল ফগর্যাম্পারকট ওরফে ঝামেলা।

'খাইছে! জলদি পালাও!' বলেই দৌড় দিতে গেল মুসা। প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকা মোটাসোটা এক কিশোরের গায়ে। বাহুতে চেপে

www.MurchOna.com

রেখেছে একটা ছোট কুকুর। হাসি ছড়িয়ে পড়েছে সারা মুখে।

'কিশোর!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'তুমি এখানে, আর আমরা ওই ছেলেটাকে তুমি ভেবে কি ধরাটাই না খেলাম! ও এখন ঝামেলার কাছে আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি এলে কোনখান থেকে?'

'আমি তোমাদের পিছে পিছে এসেছি। বাসের দোতলায় ছিলাম। তোমাদের দেখেছি। তোমরা আমাকে দেখনি। টিটুকে ধরে রেখেছিলাম, নইলে ছুটে গিয়ে চেঁচানো শুরু করত। খেলাটা আর জমত না।'

নাম শুনেই ঘেউ-ঘেউ শুরু করল টিটু। আদর করার জন্য হাত বাড়াল ফারিহা। ওর হাত চেটে দিল কুকুরটা। ওকে রাস্তায় নামিয়ে দিল কিশোর। ফগর্যাম্পারকটের উপর চোখ পড়ল টিটুর। জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে পুলিশম্যান।

আনন্দে চিৎকার করে উঠে দৌড় দিল টিটু। কী মজা! পাওয়া গেছে পুরানো শত্রুকে। শত্রুর গোড়ালির কাছে ঘুরে ঘুরে তাকে কামড়ে দেওয়ার ভান করবার চেয়ে আনন্দের খেলা আর পৃথিবীতে কিছু নেই।

টিটুকে দেখেই দমে গেল ফগ। গোখরো সাপের বিষ ঝরছে চোখ থেকে। চিৎকার করে উঠল, 'আহ্, ঝামেলা! যা, সর, ভাগ!'

'ওকে ধমকাচ্ছেন কেন, মিস্টার ফগ...' বলতে গেল কিশোর।

'মিস্টার ফগর্যাম্পারকট!' চেঁচিয়ে উঠল ফগ।

'সরি, মিস্টার ফগর্যাম্পারকট। এমন করছেন কেন? ও যে আপনাকে কী ভালবাসে আপনি জানেন না। আপনাকে দেখে খুশি হয়েছে সেটা বলতে এসেছে,' মুখটাকে হাসি হাসি করে রেখে নিরীহ ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ভালই তো নাচতে পারেন দেখছি। এই টিটু, হয়েছে, থাক, আর নাচ শেখাতে হবে না। আয়, সরে আয়।'

রাগে লাল টকটকে হয়ে গেছে ফগের মুখ। ওই মোটকা ছোঁড়াটা! ছিল না এতদিন, কি শান্তিই না ছিল গ্রামে। এসেছে, শুরু হবে এখন ঝামেলা। রহস্যময়, অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকবে। ফগ একেবারে নিশ্চিত।

ফগের ভাবভঙ্গি আর রাগ দেখে নালিশ করবার সাহস পেল না বিড়ালওয়ালা ছেলেটা। চলে গেল।

www.MurchOna.com

কিশোরও বন্ধুদের নিয়ে সরে এল ফগের কাছ থেকে। বলল, 'তোমাদেরও মাথামোটা। কুকুরের পিছু না নিয়ে বিড়ালের পিছু নিলে কেন?'

'কি করে জানব ওর ঝুড়িতে কুকুর আছে না বিড়াল?' গোমড়ামুখে জবাব দিল মুসা। 'ঝুড়ির ঢাকনা লাগানো ছিল। খোলার পর না বুঝলাম...'

'আচ্ছা, যাকগে। আজ বিকেলে মিটিং। চলে এসো ছাউনিতে।'

দুই

বহুদিন পর আবার মিটিং বসল কিশোরদের বাগানের ছাউনিতে। সবাই উত্তেজিত। হই-চই। হট্টগোল। চেঁচামেচি। ঘেউ-ঘেউ। হাত উঁচু করল কিশোর। চুপ করতে ইশারা করল সবাইকে। সবাই চুপ করলে আলোচনা শুরু হলো। কোন রহস্য আছে কিনা জানতে চাইল কিশোর।

না। কোন রহস্যই নেই গ্রীনহিলসে, জানানো হলো তাকে। একেবার সাদামাঠা অবস্থা। সাধারণ একটা চুরি-ডাকাতির ঘটনাও ঘটেনি, জটিল রহস্য তো দূরের কথা।

'হুম!' গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'রহস্য নেই। তারমানে ছুটিটা এখন একঘেয়ে। কিছু একটা করা দরকার। কী করা যায় বলো তো?'

কেউ কোন বুদ্ধি দিতে পারল না। কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে, সে যদি কোন বুদ্ধি বের করতে পারে।

ঘন ঘন নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কয়েকবার কিশোর। তারপর মুখ তুলল। 'এক কাজ করতে পারি।'

ছাউনিতে পিনপতন নীরবতা। তাকিয়ে আছে শ্রোতারা। অধৈর্য হয়ে উঠছে। বলে না কেন কিশোর? এত সময় লাগে বলতে?

'এক কাজ করতে পারি,' নাটকীয় ভঙ্গিতে আবার বলল কিশোর।

'কী কাজ?' জিজ্ঞেস না করে আর পারল না মুসা।

'দর্শনীয় জায়গা!'

'উফ্,' অস্থির ভঙ্গিতে বাতাসে থাবা মারল মুসা। 'তোমার এই গ্রীক ভাষাটা

www.MurchOna.com

ছাড়তে পারো না কিশোর? এত চেপে চেপে পেটের মধ্যে রেখে কথা বলো কেন? যা বলার খোলাসা করে বলো না।'

'সহজ কথা না বুঝলে আমি কী করব? বলছি কি, গ্রীনহিলসের আশেপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে যতগুলো দর্শনীয় জায়গা আছে, ঘুরে ঘুরে দেখতে পারি।'

ফোঁস-ফাঁস শব্দ হলো। আটকে রাখা দম ছাড়ছে সবাই। মৃদু গুঞ্জন। বোঝা গেল কারোরই পছন্দ হয়নি প্রস্তাবটা।

'তা হলে তোমরাই বলো, আর কী করব?' কিশোরের প্রশ্ন।

'বলতে পারলে তো আগেই বলে দিতাম,' মুসা বলল। 'তোমার সাহায্য আর নিতে যাব কেন?'

'আমার সাহায্য নিতে হলে আপাতত দর্শনীয় স্থান দেখতেই যেতে হবে। খারাপ লাগবে না, দেখো। ঘোরা যাবে। সঙ্গে খাবার নেব। পিকনিক হয়ে যাবে। এই বা মন্দ কী? ঘরে বসে থাকার চেয়ে তো ভাল।'

তা বটে। এ ছাড়া আর কিছু যখন কারও মাথায় আসছে না, কিশোরের পরামর্শটাই ভেবে দেখল ওরা।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় কোথায় যাব?'

'জায়গা তো অনেকই আছে,' রবিন বলল। 'ডোভারভিলের পুরানো গুহাগুলো দেখতে যেতে পারি। ঘুরে আসতে পারি ফসিল মিউজিয়াম থেকে। কিংবা নাইটভিলের কিংসলে টাওয়ার...'

'ওই দুর্গটার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই,' মুসা বলল। 'ভেঙেচুরে শেষ। তা ছাড়া বহুবার গেছি ওখানে, আর কত।'

'তা হলে ফসিল মিউজিয়াম?'

'নাহ!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল ফারিহা। ভীষণ হতাশ। আশা করেছিল কিশোর এলে কিছু না কিছু ঘটবে, মজার কিছু, উত্তেজনায় ভরা। 'পুরানো ওই হাড্ডিগুড্ডি আমার ভাল লাগে না। কিছুই দেখার নেই ওগুলোতে।'

'আছে। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে অনেক কিছু ভাবা যায়,' যুক্তি দেখাল রবিন। 'কল্পনায় চলে যাওয়া যায় সেই লক্ষ লক্ষ বছরের পুরানো আদিম পৃথিবীতে, যখন ওই প্রাণীগুলোও আমাদের মত জ্যান্ত ছিল, পৃথিবীর মাটিতে ঘুরে বেড়াত...'

'ওসব ভাবতে আমার ভাল লাগে না,' ফারিহা বলল। 'তারচেয়ে বাস্তবে

www.MurchOna.com

দেখতে বেশি ভাল লাগে আমার।'

'তারচেয়ে বরং চলো বানশী হিলের বানশী টাওয়ারে যাই,' কিশোর বলল। 'নামটাই কেমন অদ্ভুত।'

'আচ্ছা, দুনিয়ায় এত নাম থাকতে টাওয়ারের নাম বানশী টাওয়ার রাখতে গেল কেন?' রবিন বলল। 'বানশী তো পরী, বাস্তুপরী।'

'খাইছে, তাই নাকি?' আঁতকে উঠল মুসা। দু'হাত নেড়ে বলল, 'না ভাই, আমি ওসব পরী-ফরীর মধ্যে নেই। তারচেয়ে চলো, ডোভারভিলের গুহাগুলোতেই ঢুকি···'

কিন্তু কৌতূহলী হয়ে উঠেছে ফারিহা। রবিনের দিকে তাকাল। 'বাস্তুসাপের কথা শুনেছি, কিন্তু বাস্তুপরীর কথা তো শুনিনি কখনও। করে কী ওরা?'

'বাড়িতে থাকে। বাড়ির বাসিন্দাদের বিপদ-আপদ দেখলে চেঁচিয়ে সাবধান করে।'

'তারমানে ভাল পরী,' হতাশা কাটতে আরম্ভ করেছে ফারিহার। কিশোরের দিকে তাকাল ফারিহা। 'বানশী টাওয়ারে কি পরী খুঁজতে যাবে?'

'উঁহু!' হাসল কিশোর। 'ছবি দেখতে যাব। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখলাম, টাওয়ারটাকে এখন মিউজিয়াম বানানো হয়েছে। পিকচার-গ্যালারি করেছে। ভাল ভাল ছবি নিয়ে এসেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। বড় বড় শিল্পীর আঁকা অসাধারণ কিছু সাগরের ছবিও নাকি এনেছে।'

হাসি ফুটল ফারিহার মুখে। 'সাগরের ছবি আমার খুবই ভাল লাগে। ঠিক আছে, ওখানেই যাব আমরা···'

এ-সময় দরজায় থাবা পড়ল।

ফিরে তাকাল কিশোর। 'কে?'

'আমি,' জবাব এল।

'আমি কে?' গলাটা চেনা চেনা লাগল কিশোরের।

'ঝামেলা! আরে গলা শুনে চিনতে পারছ না? আমি, ববর‍্যাম্পারকট।'

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল কিশোর। হাসিমুখে ঘরে ঢুকল ফগর‍্যাম্পারকটের ভাতিজা ববর‍্যাম্পারকট। চাচার সঙ্গে চেহারার প্রচুর মিল। কথাও বলে চাচার মত করে। এমনকী 'ঝামেলা' বলার মুদ্রাদোষটাও কীভাবে যেন চলে এসেছে কথার মধ্যে।

www.MurchOna.com

'তুমি কবে এলে?' দরজাটা লাগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এই তো দু'তিন দিন। চাচার কাছে শুনলাম, তুমি এসেছ। শুনে আর থাকতে পারলাম না। চলে এলাম।'

'তোমার চাচা আসতে দিল?'

'চাচা কী আর দেয়? পালিয়ে এসেছি।'

'ফিরে গেলে তো মারবে।'

'মারুকগে।'

'তা এবার কী উদ্দেশ্যে?'

'বাড়িতে আমার ছোট ভাই দুটোর অসুখ। পাবের হয়েছে হাম, আর জবের জলবসন্ত। ভয় পেয়ে গেছে মা, আমাকেও না ধরে। তাই তাড়াতাড়ি চাচার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।'

সবাই স্বাগত জানাল ববকে। এমনকী টিটুও গিয়ে তার গাল চেটে দিয়ে এল।

'কী যে ভাল লাগছে আমার,' একটা বাক্সের উপর বসতে বসতে বলল বব। 'তিন দিনেই জীবনটাকে নরক বানিয়ে দিয়েছে চাচা। মনে হচ্ছিল এরচেয়ে জলবসন্তে ধরাও অনেক ভাল ছিল। কোথায় যাই, কী করি, ভেবে ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না।' কিশোরের দিকে তাকাল। 'কিসের মিটিং করছ? কোন রহস্য-টহস্য?'

'না, রহস্য এখনও পাইনি, খোঁজার চেষ্টা হচ্ছে। হাত গুটিয়ে রইলে কেন? বিস্কুট নাও। টিটুকে দিয়ো না, খবরদার। ওর ডায়েটিং চলছে। অতিরিক্ত চর্বি জমিয়ে ফেলেছে।'

'আর তুমি?' একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে কামড় বসাল বব।

'আমি? আমি তো কবে থেকেই শুরু করেছি। মোটা হওয়াটা এক মহাবিরক্তি। যন্ত্রণা। এবারের ছুটিতে যে করেই হোক পাঁচ কেজি ওজন কমাব। পাহাড়ে-জঙ্গলে ছুটাছুটি করব।'

'খুব ভাল হবে,' উত্তেজনায় চকচক করে উঠল ববের চোখ। 'চলো, এখনই বেরিয়ে পড়ি।'

'এখন আর সময় হবে না, কাল বেরোব। সকালে।'

'কোথায় যাবে?'

www.MurchOna.com

'বানশী হিলে।'

'বানশী হিলের বানশী টাওয়ারে, পরী দেখতে,' বলে ববকে হাঁ করিয়ে দিল মুসা।

'বাস্তুপরী,' ববের হাঁ-টা আরও বাড়িয়ে দিল ফারিহা।

তিন

গ্রামের পথে চলেছে ছেলেমেয়েদের বিচিত্র দলটা। সাইকেল চালাচ্ছে কিশোর, মুসা, রবিন, ফারিহা ও বব। সাইকেলের পাশে দৌড়ে চলেছে টিটু। কুকুরের ঝুড়িতে বসিয়ে নিতে পারত তাকে কিশোর, নেয়নি। দৌড়ালে চর্বি কমবে।

বসন্তের ঝলমলে রোদ। ঝোপের ভিতর পাখির গান। ঝকঝকে নীল আকাশ। ঝোপে, মাঠে, খাদের মধ্যে নাম-না-জানা বুনো ফুল। কবিতা লিখবার শখ ববের। আনচান করে উঠল তার কবি মন। সাইকেল চালিয়ে কিশোরের পাশে চলে এল। 'কিশোর, একটা পোরট্রি বলতে ইচ্ছে করছে আমার।' কবিতার ইংরেজি 'পোয়েট্রি'কে 'পোরট্রি' বলে সে।

হেসে ফেলল মুসা। 'তা বলো তোমার পোরট্রি। তবে প্রতিটি লাইন বলার পর মানেটাও বুঝিয়ে দিয়ো।'

মুখ কালো করে ফেলল বব। 'থাক, আমি বলবই না!'

খারাপ লাগল ফারিহার। বলল, 'না না, বব, তুমি বলো। ওরা কেউ না শুনলেও আমি শুনব।'

আবার হাসি ফুটল ববের মুখে। 'ফারিহা, এজন্যেই তোমাকে আমার এত ভাল লাগে।'

কয়েকবার কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল বব। তারপর শুরু করল:

'কৃ, ওই দেখো, খাদের মধ্যে কত ফুল...'

ফারিহা জিজ্ঞেস করল, 'কৃ-টা আবার কেন?'

'কবিতার জোর বাড়ানোর জন্যে, তা-ও বোঝো না। শুরুতেই তো দিয়ে দিলে বাধা। এ রকম করলে বলব না কিন্তু।'

www.MurchOna.com

'না না, ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি বলো। আর বাধা দেব না।'

'কূ, ওই দেখো, খাদের মধ্যে কত ফুল···

কতই না তাদের রঙ।

কূ, ঝোপের মধ্যে পাখি গায় গান

কতই না তাদের ঢঙ।

কূ, আর দেখো, গরু চরছে গরুফুলের মাঝে···

'গরুফুলটা আবার কী জিনিস?' চুপ থাকতে পারল না মুসা।

'গরুফুল? গরুফুল চেনো না?' হাত তুলে দেখাল বব। 'ওই যে ওগুলো। ওগুলোকে কী বলে?'

'ওগুলো তো কাউস্লিপ।'

'হ্যাঁ, কাউস্লিপ। কাউস্লিপকেই নাম বদলে গরুফুল বানিয়ে নিয়েছি আমি, কবিতায় সব চলে।'

'ও, তাই,' বহু কষ্টে হাসি দমন করল মুসা। হাসলে রেগে যাবে বব।

'হ্যাঁ,' আবার শুরু করল বব, 'কূ, আর দেখো গরু চরছে গরুফুলের মাঝে···! কূ···কূ···কূ···! নাহ্, আর আসছে না! দিল সব মাটি করে। মুডটাই শেষ। ঝামেলা!'

সহানুভূতি দেখিয়ে ফারিহা বলল, 'থাক, আবার যখন মুড আসে তখন বোলো।'

'ওই যে বানশী টাওয়ার!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

পাহাড়ের চূড়ার মাথায় তৈরি করা হয়েছে দুর্গের মত বাড়িটা। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ উঠে গেছে টাওয়ারের গেটের কাছে। সাইকেল চালিয়ে ওঠা খুব কঠিন।

যতক্ষণ পারল চালাল ওরা। একটা সময় যখন আর চালানো গেল না, ঠেলে নিয়ে উঠল।

দুর্গের কাছাকাছি আসতে হঠাৎ করে কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ল সূর্য। অন্ধকার ছায়া নামল পাহাড়ে।

গা ছমছম করতে লাগল মুসার। পুরানো দুর্গটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কিশোর, বানশীরা কী ড্রাকুলার আত্মীয়?'

'উঁহু।'

'তা হলে কি পেত্নীদের?'

www.MurchOna.com

'হবে হয় তো।'

'না গেলে হয় না?'

'না। হয় না।'

'কিন্তু যদি ড্রাকুলা কিংবা পেত্নী হয়?'

'তা হলে আরও বেশি করে যাব, কারণ কখনও দেখিনি ওগুলোকে। এতবড় সুযোগ হাতছাড়া করব না।'

বিষণ্ণ, পুরানো বাড়িটার আঙিনায় ঢুকল ওরা। টিনের চালা দেওয়া ছাউনির মধ্যে সাইকেল রেখে সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

পিচকার-গ্যালারিতে ঢুকবার দরজার পাশে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসা গোমড়ামুখো একজন লোক। চোখে সরু তারের চশমা।

এগিয়ে গেল কিশোর। 'টিকেট কত?'

'এক ডলার,' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে জবাব দিল লোকটা।

মুসার মনে হলো কোলাব্যাঙ ডাকল। লোকটার উপর অকারণেই খেপতে থাকল সে। পছন্দ হলো না মোটেও। 'ছোটদের তো নিশ্চয় হাফ-টিকেট?'

'হাফ-ফুল বলে কিছু নেই এখানে,' তারের চশমার গোল গোল কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকাল লোকটা। ভারি পাওয়ারের কারণে চোখগুলো অনেক বড় দেখা যাচ্ছে। অস্বাভাবিক। একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল ফারিহা।

'কুকুরের টিকেট কত?' জানতে চাইল কিশোর।

এতক্ষণে টিটুকে চোখে পড়ল লোকটার। চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, কুত্তা নিয়ে ঢুকেছ! কুকুর ঢোকা নিষেধ। বাইরে রেখে এসো। ছাউনিতে।'

লোকটার পিছনে একটা বিড়াল বসে ঝিমুচ্ছে। সেটা দেখিয়ে মুসা বলল, 'বিড়াল ঢোকা নিষেধ না হলে কুকুর ঢোকা নিষেধ কেন? বিড়ালও জানোয়ার, কুকুরও জানোয়ার।'

'এত কথা বলতে পারব না! কুকুর ঢোকানো নিষেধ বলেছি, নিষেধ, ব্যস! যাও, বাইরে রেখে এসো।' হাত বাড়াল লোকটা, 'দাও, টিকেটের দাম।'

টাকা বের করে দিল কিশোর। টিটুকে বাইরে ছাউনিতে রেখে এল। বসে বসে সাইকেল পাহারা দিতে বলল। ফিরে এসে সবাইকে নিয়ে বড় একটা হলঘরে ঢুকল। পিকচার-গ্যালারি। চারপাশের দেয়ালে ছবি ঝোলানো। 'একটা ক্যাটালগ

www.MurchOna.com

কিনলে ভাল হতো, তাই না?' বলল সে। 'কোথায় কী আছে জানতে পারতাম।'

'বাহ্, গ্যালারিটা তো খুব সুন্দর।' বলে জানালার কাছে চলে গেল রবিন। পাহাড়ের ঢালে ঝোপঝাড় আর নীচের উপত্যকার বিস্তীর্ণ মাঠ চোখে পড়ে এখান থেকে। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল।

'কী সুন্দর ছবি!' ফারিহা বলল। 'একেবারে জ্যান্ত মনে হচ্ছে। যেন কান পাতলে ঢেউয়ের শব্দও শোনা যাবে।'

একে একে মুসা, কিশোর, বব সবাই এসে দাঁড়াল তার পাশে। রবিনও সরে এল জানালার কাছ থেকে। দেয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে আটকানো একটা বড় ছবি। সাগরে ঝড়ের দৃশ্য। বড় বড় ঢেউ। ঢেউয়ের মাথা থেকে পানি ছিটকে পড়ছে।

'কিশোর, একটা ক্যাটালগ কেনো,' ফারিহা বলল। 'ছবিটা সম্পর্কে কী লিখেছে পড়ে দেখি।'

টিকেট কাউন্টারে চলে গেল কিশোর। টেবিল থেকে একটা ক্যাটালগ তুলে নিয়ে টাকা রাখল লোকটার সামনে। একটিবারের জন্যও মুখ তুলে তাকাল না লোকটা। ক্যাটালগ নিয়ে ফিরে এল কিশোর। ফারিহার দিকে বাড়িয়ে দিল, 'নাও। আসতে আসতেই পড়ে ফেলেছি। যিনি এঁকেছেন তিনি একজন বড় মাপের শিল্পী। বিশ্বাস হয়, দেড়শো বছর আগে আঁকা হয়েছিল ছবিটা—অথচ রঙ দেখে মনে হয় মাত্র গতকালকের আঁকা!'

উল্টোদিকের দেয়ালে ঝোলানো আরেকটা ছবির সামনে একটা টুল আর ইজেল এনে রাখল একজন লোক। বড় একটা ক্যানভাস বের করে ইজেলে রাখল। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল ছেলেমেয়েরা।

'হ্যাল্লো,' হাসিমুখে বলল লোকটা। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল। পরনে কালো ওভারঅল, ছবি আঁকিয়েরা যেমন পরে। 'ছবি দেখতে এসেছ, না বানশীর চিৎকার শুনতে?'

'বানশীর চিৎকার মানে?' ভুরু কুঁচকে ফেলল মুসা।

'কেন, জানো না, প্রতি সপ্তাহে একবার করে চেঁচায় ওটা। তোমাদের ভাগ্য ভাল হলে আজও চেঁচাতে পারে। শুনতে পারবে।'

'আমি শুনতে চাই না!'

ফারিহা জিজ্ঞেস করল, 'বানশী তো কল্পিত প্রাণী, চেঁচাবে কী করে?'

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

লোকটা জবাব দেবার আগেই পায়ের শব্দ শোনা গেল। আরও তিনজন আর্টিস্ট টুল আর ইজেল নিয়ে এসে বিভিন্ন ছবির সামনে বসে গেল।

কিছুটা অবাক হয়েই তাকিয়ে আছে কিশোর। তার ঠিক পাশেই বসেছে একজন। প্যালিটে রঙ মিশাচ্ছে। জিজ্ঞেস না করে পারল না কিশোর, 'ছবি নকল করছেন?'

'হ্যাঁ। স্কুল অভ আর্টের ছাত্র আমরা,' জবাব দিল লোকটা। 'ক্লাসে যারা ভাল করে তাদেরকে বিভিন্ন গ্যালারিতে পাঠানো হয় ভাল ছবির নকল করার জন্যে।'

'ছবিগুলো কী করেন?'

'রেখে দিই। আঁকা ভাল হলে বিক্রিও করা যায়। দামী ছবির নকলও কিন্তু ভাল দামে বিক্রি হয়।'

লোকটার ইজেলে আঁকা ছবিটার দিকে তাকাল ফারিহা। ভাল লাগল না তার। ঢেউগুলোর রঙ ঠিক হয়নি। তারমানে আর্টিস্ট হিসেবে লোকটা এখনও কাঁচা।

'ওই যে ফরাসী লোকটাকে দেখছ,' তুলি তুলে আরেকজন আর্টিস্টকে দেখাল লোকটা, 'এখানে সবচেয়ে ভাল আঁকে ও। ওস্তাদ লোক। তবে আমাদের স্কুল অভ আর্টসে পড়ে না। অন্য কোনখান থেকে পাসটাস করে বেরিয়ে গেছে।'

ফরাসী লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ছেলেমেয়েরা। সাগরের দৃশ্যের সুন্দর আরেকটা ছবির সামনে বসে আছে সে। উঁচু একটা পাথরের টিলার গোড়ায় আছড়ে পড়ছে নীল সাগর। বিশাল ক্যানভাসে চমৎকার একটা নকল তৈরি করছে সে। শেষ হয়নি এখনও ছবিটা। ছেলেমেয়েদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

মুগ্ধ চোখে দেয়ালের ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে বব। এত সুন্দর করে কেউ যে সাগরের ছবি আঁকতে পারে জানা ছিল না তার। একেবারে জীবন্ত। মনে হচ্ছে, মুখে এসে লাগবে পানির ছিটে, কান পাতলে ঢেউয়ের গর্জন শুনতে পাবে।

ফারিহাও মুগ্ধ। ক্যাটালগ মিলিয়ে জেনে নিল ছবিটার নাম 'রুদ্র সাগর'।

'সাংঘাতিক, তাই না?' বব বলল। 'অতি সাংঘাতিক! কৃ, এমন করে যদি আঁকতে পারতাম!'

লোকটার পিছনে দাঁড়িয়ে তার ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে বব। ধৈর্য হারাল ফরাসী চিত্রকর। লাফ দিয়ে উঠে হাতের লম্বা তুলিটা এমন করে ঘোরাল, রঙ লেগে গেল ববের কপালে। গজগজ করে ফরাসীতে কী সব বলল লোকটা

কিছুই বুঝতে পারল না বব।

ওর হাত ধরে টান দিল কিশোর, 'এসো, ওকে বিরক্ত করে লাভ নেই।'

কিন্তু নড়তে চাইল না বব। তাকিয়ে আছে দেয়ালে ঝোলানো ছবিটার দিকে। দৃশ্যটা যেন নেশা ধরিয়ে দিয়েছে তার। টেনেটুনে তাকে সরিয়ে আনা হলো ওখান থেকে। ফারিহা নিজে থেকেই সরে গেল।

পাশের ঘরে কী আছে দেখতে চলল তিন গোয়েন্দা। এটা আরমার রুম। দেয়ালে আর বাক্সে সাজানো রয়েছে মধ্যযুগীয় অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম ইত্যাদি। দেয়ালে আটকানো বড় একটা তলোয়ারের দিকে নজর গেল কিশোরের। হাত বাড়িয়ে ধরল ফলাটা। অসাবধানে আঙুলে লেগে কেটে গেল আঙুল। এতকাল পরেও ধার কমেনি।

বড় জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মুসা। আকাশের কালো মেঘটা ছড়িয়ে পড়েছে। যে-কোন মুহূর্তে ঝমঝম করে নামবে। 'খাওয়ার কাজটা এখানেই সেরে ফেলতে পারি, কী বলো? বাইরে আর পিকনিক করতে পারব না আজ। বৃষ্টি নামছে।'

'সারাদিন কী আর এখানে থাকতে দেবে আমাদের?' টিকেট বিক্রেতার কথা বলল রবিন, 'দেখো না, মুখটাকে কী রকম গোমড়া করে রাখে সারাক্ষণ!'

'ওর মুখ ও গোমড়া করে, আমাদের কী?' রেগে উঠল মুসা। 'পয়সা দিয়ে টিকেট কেটেছি। যতক্ষণ ইচ্ছে থাকব। আমার পেট জ্বলছে। আমি আর থাকতে পারছি না...' বিকট শব্দে বাজ পড়ল। 'খাইছে! বাড়ির মাথায় পড়ল নাকি?'

'টিটুর জন্যে চিন্তা হচ্ছে,' কিশোর বলল।

'বাজ পড়লে কি ভয় পায়?' ফারিহাও উদ্বিগ্ন হলো।

'তা তো পায়ই।'

'দাঁড়াও, গিয়ে দেখে আসি,' উঠে দাঁড়াতে গেল ফারিহা।

'থাক, যেতে হবে না,' বাধা দিল কিশোর। 'অনেক কষ্টে রেখে এসেছি। তুমি দেখতে গেলেই তোমার পিছু নেবে এখন, রেখে আসতে কষ্ট হবে।'

অন্য ঘর থেকে আর্টিস্টদের খুটুর-খাটুর, 'হ্যালো', 'আসি', 'দেখা হবে', এসব কথা কানে আসছে।

'আর্টিস্টরা মনে হয় চলে যাচ্ছে,' রবিন বলল। দরজার দিকে তাকাল। 'দর্শক নাকি?'

মুখ ফিরিয়ে তাকাল কিশোর। 'মনে হচ্ছে।'

www.MurchOna.com

ঘরে ঢুকেছে তিনজন মহিলা আর একজন পুরুষ। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ঘোরাঘুরি করতে লাগল ওরা।

'এ সব বস্তা পচা জঞ্জাল দেখতে পয়সা খরচ করে মানুষ আসে!' বিরক্ত কণ্ঠে বলল একজন মহিলা। 'সাগরের ছবি দেখতেও ভাল লাগে না আমার। ঢেউগুলো একই জায়গায় আটকে আছে, নড়ে না, চড়ে না, দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়!'

অবাক লাগল ফারিহার। অনড় ঢেউ যে কারও গায়ে কাঁটা দেয়াতে পারে, প্রথম জানল সে।

দ্বিতীয় মহিলা বলল, 'শুনলাম, প্রতি সপ্তাহেই একবার করে চেঁচায় বানশী। শুধু বিস্যুৎবারে। আজকে তো বিস্যুৎবার। কই, চেঁচাচ্ছে না তো এখনও।'

'বৃষ্টি দেখে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে,' তৃতীয় মহিলা বলল। 'আজ আর চেঁচাবে না।'

ঘরের কোণে একটা লম্বা সেটী। অস্ত্র দেখা বাদ দিয়ে সেটায় গিয়ে বসল লোকটা। তিন মহিলা বসল তার পাশে।

লোকটা বলল, 'যত্তসব গাঁজা! অকারণেই টাকাগুলো নষ্ট করলাম…!'

কথা শেষ হলো না তার। রোম-খাড়া-করা এক তীক্ষ্ণ চিৎকার যেন ফেটে পড়ল ঘরের মধ্যে। বানশী! মুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘর থেকে ছুটে পালাল তিন মহিলা। পিছনে দৌড় দিল সঙ্গের লোকটা।

মুসার চোখে আতঙ্ক। সে-ও ছুটে পালাবে কিনা ভাবছে।

কিশোরের হাত খামচে ধরল ফারিহা।

কিশোর চুপ। চিন্তিত ভঙ্গিতে কান পেতে বানশীর চিৎকার শুনছে।

ফিসফিস করে রবিন বলল, 'কিশোর, কীসের চিৎকার? আসলেই কি বানশী!'

কিশোরের কাছে অনেকটা সাইরেনের মত লাগছে শব্দটা। কানের পর্দা ভেদ করে যেন মগজে ঢুকে যাচ্ছে। যান্ত্রিক কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পর তীক্ষ্ণ শব্দ কমে আসতে লাগল। তারপর থেমে গেল একসময়। হাঁপ ছাড়ল ছেলেমেয়েরা। মুসা বলল, 'বৃষ্টি না থাকলে আমিও পালাতাম!'

www.MurchOna.com

চার

আবার পিকচার-গ্যালারিতে ফিরে এল ওরা। ফরাসী লোকটা বাদে আর সবাই চলে গেছে। সে-ও যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। খুব সাবধানে ক্যানভাস গোটাচ্ছে। শিস দিচ্ছে আনমনে। 'রুদ্র সাগর'-এর নকল আঁকা বোধহয় শেষ।

ছেলেমেয়েদের ঢুকতে দেখে চমকে গেল মনে হলো। অস্বস্তি ফুটল চেহারায়। ইংরেজিতে বলল, 'বানশীকে ভয় পাও না তোমরা? সাহস আছে তোমাদের। দেখছ না সবাই বানশীর ভয়ে পালিয়েছে। আমি অবশ্য ভয় পাই না। ভূতপ্রেতে বিশ্বাস নেই আমার।'

'সত্যিই ভূতে বিশ্বাস করেন না?'

'না।'

'তাহলে চলে যাচ্ছেন কেন?'

'যাচ্ছি কোথায়? গ্রামে যাচ্ছি এটা রেখে আসতে,' রোল পাকানো ক্যানভাসের একমাথা দিয়ে কিশোরের বুকে আলতো গুঁতো দিল লোকটা। 'আবার আসব। ছবি নকল করতে।'

চলে গেল লোকটা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'এখনও তো বৃষ্টি পড়ছে। বাইরে বসে খেতে পারব না। মুসা, মুখটাকে এমন করে রেখেছ কেন? বানশী শুধু চিৎকার করেছে, তোমাকে তো খেয়ে ফেলেনি।' টিকেট বিক্রেতা কী করছে, উঁকি দিয়ে দেখতে গেল। বলল, 'লোকটা নেই। নিশ্চয় লাঞ্চে গেছে। আর কোন ভয় নেই আমাদের। নিশ্চিন্তে বসে এখন খেতে পারি এখানে।'

হলঘরে বসার জায়গা নেই। আবার আরমার রুমে ফিরে এল ওরা। লম্বা সেটীটায় খেতে বসল।

টিটুর কথা তুলল আবার ফারিহা। 'আমরা খাচ্ছি, আর ও বেচারা বাইরে বসে আছে মন খারাপ করে।'

'যাব। আমার খাওয়াটা হয়ে গেলেই ওকেও দিয়ে আসব,' কিশোর বলল।

www.MurchOna.com

খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে ওদের, এ সময় কুকুরের ডাক শোনা গেল, 'হুউ! হুউ!'

'আরে, টিটু না!' চারপাশে তাকাতে লাগল বব। 'কোথায় ও?'

'হুউ! হুউ!' আবার শোনা গেল ডাকটা। কোনও বদ্ধ জায়গা থেকে আসছে।

কিশোরও অবাক হয়েছে। কাছেই কোনখান থেকে আসছে ডাকটা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না।

'পরীতে অদৃশ্য করে দিয়েছে!' ভয়ে ভয়ে বলল মুসা।

'তোমার তো খালি ওই এক চিন্তা!' কিশোর বলল। 'দয়া করে ভূতের ভয়টা একটু দূর করো তো এখন মাথা থেকে!' চিন্তিত ভঙ্গিতে নীচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। ডাক দিল, 'টিটু! কোথায় তুই?'

ঘরে বড় একটা ফায়ারপ্লেস আছে। ওটার মধ্যে শোনা গেল খসখস শব্দ। দৌড়ে গেল সবাই। মস্ত ফায়ারপ্লেসের ভিতরে মেঝেতে কয়লা রাখার বড় একটা কড়াই উপুড় করে রাখা। ওটার নীচ থেকে আসছে টিটুর ডাক।

ফায়ারপ্লেসে এখন আগুন নেই। ঢুকে পড়ল তাতে কিশোর। টান দিয়ে সরিয়ে দিল কড়াইটা। বেরিয়ে পড়ল গোল একটা ট্র্যাপ-ডোর।

'ফারিহা, চট করে গিয়ে দেখে এসো টিকেটওয়ালা ফিরল কিনা,' বলল উত্তেজিত কিশোর।

দৌড়ে চলে গেল ফারিহা। ফিরে এসে জানাল, 'আসেনি। লাঞ্চ সেরে নিশ্চয় ঘুম দিচ্ছে। আর্টিস্টরাও নেই।'

'গুড,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এইই সুযোগ। তুলে ফেলা যায়। এই, এসো তো, হাত লাগাও।'

ছেলেমেয়েদের সাড়া পেয়ে ত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিল টিটু।

'ওখানে গেল কী করে?' রবিনের প্রশ্ন। 'ঢুকল কোনদিক দিয়ে? নিশ্চয় খরগোশের গর্ত খুঁজতে গিয়ে কোন গর্তটর্ত দিয়ে ঢুকেছে।'

'তারমানে বানশী টাওয়ারের নীচে গোপন সুড়ঙ্গ আছে!' রবিন বলল।

ট্র্যাপ-ডোর খোলায় ব্যস্ত কিশোর। তাকে সাহায্য করছে মুসা আর বব।

গোল ঢাকনাটা তুলে ফেলল ওরা। লাফ দিয়ে উপরে উঠে এল টিটু। চিৎকার করে কান ঝালাপালা করে দিতে লাগল।

'আরে থাম, থাম! শান্ত হ!' টিটুর মাথা চাপড়ে দিল কিশোর। 'ওখানে ঢুকলি

কীভাবে?'

গর্তের নীচে উঁকি দিয়ে দেখছে রবিন। অন্ধকার। দেখা যায় না। পকেট থেকে একটা ছোট টর্চ বের করে জ্বালল। নীচে আলো ফেলেই অস্ফুট শব্দ করে উঠল। 'দেখো দেখো, পাথর কেটে সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে।'

'চলো, নামি,' কিশোর বলল। 'ফারিহা, তুমি গিয়ে পাহারা দাও। কাউকে আসতে দেখলে সাথে সাথে এসে জানাবে।'

চলে গেল ফারিহা। মুহূর্ত পরেই ফিরে এল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'কিশোর, টিকেটওয়ালা চলে এসেছে। জলদি ট্র্যাপ-ডোর লাগাও।'

বব আর মুসার সাহায্যে দ্রুত ট্র্যাপ-ডোরটা লাগিয়ে দিল কিশোর। উপরে কড়াইটা বসিয়ে দিল আগের মত করে। দরজা দিয়ে আরমার রুমে উঁকি দিল টিকেট বিক্রেতা। কিশোরদেরকে ফায়ারপ্লেসের মধ্যে দেখে রেগে গেল।

লোকটার অলক্ষে পকেট থেকে একটা কয়েন বের করে ফেলে দিল কিশোর। সঙ্গীদের বলল, 'এই খোঁজো না। ভালমত খুঁজে দেখো। এখানেই পড়েছে কোথাও।'

ভুরু কুঁচকে কাছে এসে দাঁড়াল লোকটা। 'এখানে কী করছ? আবার ঢুকিয়েছ কুত্তাটা!'

'টাকা হারিয়েছি,' নিরীহ স্বরে জবাব দিল কিশোর।

ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে লোকটা বলল, 'কই, দেখি? সরো!'

ফায়ারপ্লেসের মধ্যে খুঁজতে শুরু করল লোকটা। খুঁজে বের করল কয়েনটা। দুই আঙুলে টিপে ধরে ওপরে তুলল। 'এটা?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হাত বাড়াল। 'দিন।'

হাত সরিয়ে নিল লোকটা। 'উঁহুঁ! কুত্তাটাকে যখন ঢুকিয়েই ফেলেছ, টিকেটের দাম হিসেবে রেখে দিলাম এটা।'

'কুকুরে ছবির কী বোঝে?' রেগে গেল মুসা।

'তার আমি কী জানি? ঢোকালে কেন? পয়সা ফেরত পাবে না। যাও, এখন বেরোও! বিস্যুৎবারে মিউজিয়াম হাফ। আমিও আর ডিউটিতে থাকব না এখন। তালা দিয়ে চলে যাব।'

মনে মনে স্বস্তি বোধ করছে কিশোর, লোকটা ওদের সন্দেহ করেনি দেখে।

www.MurchOna.com

সহকারীদের নিয়ে বেরিয়ে এল মিউজিয়াম থেকে। সাইকেলগুলোর জন্যে ছাউনির দিকে এগোল।

'ভাগ্যিস মুদ্রা ফেলার বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল তোমার!' বব বলল। 'নইলে··· এই কিশোর, কী ভাবছ?'

অন্যমনস্ক হয়ে নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিল কিশোর। ববের কথায় ফিরে তাকাল, 'উঁ!···ভাবছি···কী আছে ওই ট্র্যাপ-ডোরের নীচে?···বাস্তুপরীর ব্যাপারটাও শুধু গুজব নয়। নিজের কানেই তো চিৎকার শুনে এলাম।'

'তাহলেই বোঝো,' মাথা দুলিয়ে মুসা বলল। 'ভূত জিনিসটা সত্যি আছে।'

'বানশী টাওয়ারের পরীর সাথে ভূতের কোন সম্পর্ক নেই।'

'তবে ব্যাপারটা রহস্যময়,' রবিন বলল। 'ফায়ারপ্লেসে ট্র্যাপ-ডোর, সেটাকে কড়াই চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখা, নিচে পাথর কেটে সিঁড়ি তৈরি করা···কিছু একটা নিশ্চয় আছে ওখানে।'

'ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে গিয়ে জানাই, চলো,' ফারিহা বলল।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ফারিহার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ভাবল কী যেন। তারপর মাথা নাড়ল, 'উঁহু। তাঁকে জানানোর আগে পুরো ব্যাপারটা আরও খতিয়ে দেখতে হবে, তারপর। চলো, ছাউনিতে চলো। মিটিঙে বসব।'

পাঁচ

পুরানো জিনিসপত্রে ঠাসা ছাউনিটাতে ঢুকে জিরাতে বসল সবাই। দৌড়াতে দৌড়াতে অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে টিটুর। জিভ ঝুলিয়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগল।

'গলা শুকিয়ে গেছে,' রবিন বলল। 'কিশোর, কিছু আছে?'

'আলমারিতে কমলার রস আছে। পানির বোতলও আছে। বের করে নাও।'

পানিটানি খেয়ে, জিরিয়ে নিয়ে আলোচনা শুরু করল কিশোর। দুটো আঙুল তুলে বলল, 'দুটো জিনিস অবাক করেছে আমাকে। এক, বানশীর চিৎকার। দুই, ফায়ারপ্লেসের ওপরে রাখা কড়াই।'

'বানশীর চিৎকারে অবাক হওয়ার কী আছে?' মুসা বলল, 'জানা কথাই তো

বানশীরা ওরকম চিৎকার করে। টাওয়ারে গিয়ে শুনে আরও শিওর হয়ে এলাম।'

'আমি সে-কথা বলছি না। আমি বলছি, সপ্তাহে মাত্র একবার চিৎকার করে কেন?'

'হয়তো এটাই নিয়ম,' ফারিহা বলল। 'সপ্তাহে একবারই চেঁচায় বানশীরা। জোরে চেঁচায় তো, হয়তো গলা চিরে যায়। সারতে সময় লাগে। চেঁচানোর ইচ্ছে থাকলেও গলাব্যথা নিয়ে চেঁচাতে পারে না।'

'ইচ্ছে করলে চেরা গলা নিয়েও চেঁচানো যায়।'

'তাহলে তোমার কী ধারণা?' রবিনের প্রশ্ন।

'আমার ধারণা, বানশী বলে কিছু নেই ওখানে। কোন কিছু দিয়ে শব্দ করে বানশীর নামে চালানোর চেষ্টা করছে। প্রশ্নটা হলো, কেন?'

'মজা করার জন্যে,' ফারিহা বলল।

'আবারও প্রশ্ন, সপ্তাহের একটা বিশেষ দিনে কীসের মজা?'

'উহু, কী যে সব প্রশ্ন খুঁচিয়ে বের করো না তুমি!' বিরক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। 'সারা সপ্তাহ ধরে যদি চেঁচাতোও, লাভটা কী হতো?'

'এটাই তো হলো সমস্যা। কোন কিছু তলিয়ে ভাবো না বলেই রহস্যের সমাধান করতে পারো না। বোঝাই যাচ্ছে, ওটা একটা ভুয়া বানশী। আমার এখন জানা দরকার কে শব্দটা করাচ্ছে, কীভাবে করাচ্ছে, আর কেন করাচ্ছে।'

'যা খুশি করোগে। তবে আমি আর ওই ভূতের পাহাড়ে যাচ্ছি না,' মুসা বলল।

'না গেলে নেই,' কিশোর বলল। 'তোমরা একজনও যদি না যাও, তাতেও কোন অসুবিধে নেই আমার। আমি একাই যাব। আমি এর মধ্যে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।'

'আমাকে নেবে, কিশোর?' অনুরোধ করল বব। 'তোমার রহস্য সমাধানে আমি কোনরকম বাধার সৃষ্টি করব না। আমি শুধু ওই ছবিগুলো দেখতে চাই আরেকবার। বিশেষ করে রুদ্র সাগরটা। ওটার কোন তুলনা হয় না।'

'তা ঠিক,' নাক চুলকাল কিশোর। 'ছবিটা সত্যিই ভাল। ঠিক আছে, যেয়ো। একজন সঙ্গী পেলে মন্দ হয় না। আমি সূত্র খুঁজব, তুমি ছবি দেখবে। ভালই হবে।'

'উহু, কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব, কিশোর!' খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ববের মুখ। 'কাল নিশ্চয় আর বানশীটা চেঁচাবে না, কি বলো?'

www.MurchOna.com

'সপ্তায় একবার চেঁচায়, শুনলেই তো। কাল চেঁচাবে না, শিওর থাকতে পারো।'

'ওহহো, আজ যে আমার নানী আসবে, ভুলেই গিয়েছিলাম,' বলে উঠল রবিন। 'মা তাড়াতাড়ি যেতে বলে দিয়েছে। বাড়িতে কাজ না থাকলে কাল আমিও তোমার সঙ্গে যেতাম, কিশোর।' উঠে দাঁড়াল সে। 'চলি। দেখা হবে।'

বেরিয়ে গেল রবিন। দরজাটা খোলাই রইল।

মুসা বলল, 'আমরাও যাই। ফারিহা, চলো।'

কিশোরকে বলল ফারিহা, 'কী হয় জানিয়ো। ফোন কোরো।'

মুসা আর ফারিহাও বেরিয়ে গেল।

উসখুস করতে লাগল বব।

'তুমিও যেতে চাও?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বুঝতে পারছি না! অনেক দেরি করে ফেলেছি তো। বাড়ি যেতে ভয় লাগছে। চাচা মারবে, জানা কথা।'

চুপ করে ববের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'কিশোর, কিছু যদি মনে না করো, একটা কথা বলি। রাতটা যদি তোমাদের ছাউনিতে থেকে যাই, অসুবিধে হবে?'

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'আমার তো কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু তোমার চাচা যদি আরও রেগে যায়?'

'রেগে তো যাবেই। ভাবছি, আর দু'এক দিন দেখে, পালাব। সোজা বাড়ি চলে যাব। ততদিনে আশা করি জব আর পাবের অসুখ সেরে যাবে...।' দরজা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তে আঁতকে উঠল বব। 'ঝামেলা! সর্বনাশ!'

'কী হলো?'

'চাচা আসছে!' দ্রুত চারপাশে তাকাতে লাগল বব। 'কিশোর, কোথায় লুকাব?'

'এখানে আর লুকানোর জায়গা কই?' ববকে আলমারির দিকে তাকাতে দেখে বলল, 'কোন লাভ নেই। ওখানেই প্রথম খুঁজবে তোমার চাচা। জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাও। বাইরে বসে থাকোগে। তোমার চাচা চলে গেলে ফিরে এসো।'

উঠে গিয়ে আস্তে করে দরজা লাগিয়ে ছিটকানি আটকে দিল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে থাবা পড়তে লাগল দরজায়। গর্জন শোনা গেল, 'এই, আমি ফগর‍্যাম্পারকট বলছি। দরজা খোলো। জলদি। বব আছে ওখানে। আমি দেখেছি। জলদি দরজা

www.MurchOna.com

খুলে ওকে বের করে দাও, নইলে গেলাম আমি তোমার চাচার কাছে নালিশ করতে।'

'বব? আপনার কি মাথাটাতা খারাপ হলো, মিস্টার ফগ…'

'ফগর‍্যাম্পারকট বলো!'

'সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। আপনি ভুল দেখেছেন।' ববকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে ইশারা করল কিশোর। 'দাঁড়ান, খুলছি। এহহে, ছিটকানিটাও গেল আটকে। এই টিটু! চুপ! চেঁচাবি না!'

ফগের সাড়া পেয়ে পাগল হয়ে গেছে যেন টিটু।

জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বব। পুরোপুরি না বেরোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করল কিশোর। জানালা লাগাল। দরজায় ঘন ঘন কিল মেরে চলেছে ফগ।

'আরে দাঁড়ান না!' কিশোর বলল। 'ছিটকানিটা আটকে গেছে। খুলতে পারছি না।'

দরজা খুলবার সঙ্গে সঙ্গে সাইক্লোনের গতিতে ঘরে ঢুকল ফগ। চেঁচিয়ে বলল, 'বব! এই বব! কোথায় তুই? ভাল চাস তো বেরো। বাড়ি থেকে পালানো তোর আমি বের করছি…। আহ্, ঝামেলা!'

ফগের পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে টিটু।

লাফ দিয়ে সরে গেল ফগ।

কিন্তু ছাড়ল না টিটু। মহা আনন্দে ফগের পায়ের কাছে ঘুরে ঘুরে কামড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল।

'ইস্, কী কুত্তারে বাবা! একেবারে নরকের শয়তান! বব? এই বব? লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। বেরো বলছি। আমি জানি, তুই আছিস। দরজা দিয়ে স্পষ্ট দেখলাম, বসে আছিস।' কিশোরের দিকে তাকাল ফগ। 'বব কোথায়?'

হাত উল্টে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিরীহ স্বরে কিশোর বলল, 'নিজেই দেখুন না। টেবিলের নীচে, বুককেসের পিছনে, কুকুরের ঝুড়ির ভিতরে…এই টিটু, থামবি!'

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফগ। কিশোর যে সব জায়গার কথা বলেছে, তার কোনটাতেই লুকানো সম্ভব না। একমাত্র জায়গা, আলমারির ভিতর, যেটার কথা বলেনি কিশোর।

টান দিয়ে আলমারির পাল্লা খুলল ফগ। বোকা হয়ে গেল। নেই বব। কিন্তু তাকে যে বসে থাকতে দেখেছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই তার। গেল কোথায়?

www.MurchOna.com

একটিবারের জন্যেও মাথায় এল না, জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। মাথাটা আরও খারাপ করে দিল টিটু। এমন চিৎকার করছে, কান ঝালাপালা।

জ্বলন্ত চোখে কুকুর ও তার মনিবের দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল ফগ, 'ববটাও শয়তানি করছে আমার সঙ্গে! যাবে কোথায়? ওকে আমি ধরবই। আর ধরে নিই খালি একবার, চাবকে পিঠের ছাল না ছাড়িয়েছি তো আমার নাম…ঝামেলা! ইস্, এমন পাজি কুত্তা তো জনমে দেখিনিরে বাবা!'

কষে এক লাথি মারবার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল ফগ। দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল।

দরজা লাগিয়ে দিল কিশোর।

ছয়

ফগ চলে গেলে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল বব। জানালায় টোকা দিতে খুলে দিল কিশোর। ঘরে ঢুকল বব। একান-ওকান হয়ে গেছে হাসি। 'থ্যাংকস, কিশোর। তুমি একজন সত্যিকারের বন্ধু। চাচাকে ফাঁকি দিয়ে ভাগালে। তবে যে ঘটনাটা ঘটল, এরপর আর আমি চাচার বাড়িতে যেতে পারব না। আস্ত রাখবে না। এখন তোমাদের বাড়িতে লুকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন গতি নেই আমার।'

'ঠিক আছে, থাকো। রাতটা কাটুক। তারপর যা হয় হবে।'

'কাল কিন্তু অবশ্যই তোমার সঙ্গে বানশী হিলে যাচ্ছি আমি।'

'ঠিক আছে, যেয়ো,' কিশোর বলল। 'একজন সঙ্গী পেলে ভালই হয়, বললামই তো। রবিনের বাড়িতে কাজ, মুসা যাবে না ভূতের ভয়ে, ফারিহাও যাচ্ছে না। তুমি আর টিটুই এখন ভরসা। যাকগে, একটা বিছানার ব্যবস্থা করতে হয়।'

পুরানো একটা গদি টেনে মেঝেতে নামাল দুজনে মিলে। ঝেড়েঝুড়ে ধুলো সাফ করল। নিজের বেডরুম থেকে চাদর আর বালিশ এনে দিল কিশোর। রান্নাঘর থেকে খাবার চুরি করে আনল। সবই করল মেরিচাচীর অলক্ষে। চাচী দেখলে হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে।

কিশোর চলে গেলে দরজা লাগিয়ে খেতে বসল বব। একা একা খারাপ

লাগছে না ওর। চাচার বাড়ির চেয়ে তো হাজার গুণ ভাল। এক ধরনের রোমাঞ্চও অনুভব করছে। খাওয়ার পর বুককেস থেকে একটা বই নিয়ে এসে বিছানায় চিত হলো। সাগরে অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। মোমের আলোয় বইটা পড়তে পড়তে অন্য এক জগতে চলে গেল সে।

পরদিন সকালে বেলা করে ঘুম ভাঙল ববের। চোখ মেলে প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। মনে পড়তে লাফ দিয়ে উঠে বসল। 'আরে, আজ না কিশোরের সঙ্গে আমার বানশী হিলে যাবার কথা!'

নাস্তা নিয়ে হাজির হলো কিশোর। দিয়েই বেরিয়ে গেল। বলে গেল, চাচা একটা জরুরি কাজ সেরে দিতে বলেছেন। সেটা শেষ করে তারপর বেরোবে।

দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ল দুজনে। না না, তিনজন, টিটুও রয়েছে ওদের সঙ্গে। আগের দিন সাইকেলের পাশে দৌড়াতে গিয়ে খুব কষ্ট করেছে বেচারা। আজ তাই ওকে ঝুড়িতে বসিয়ে নিল কিশোর। পথে একটা দোকান থেকে মধু, মাখন ও মোরব্বা ভরে দেয়া স্পেশাল বনরুটি, স্যান্ডউইচ আর কমলা কিনল। তারপর বানশী হিলের দিকে সাইকেল চালাল দুজনে।

মনের আনন্দে গুনগুন করে গান ধরল বব। কিন্তু কথায় বলে না: যেখানে বাঘের ভয়···! কিছুদূর গিয়ে সামনে চোখ পড়তে ধড়াস করে এক লাফ মারল ববের হৃৎপিণ্ড। আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, 'কিশোর, চাচা!'

চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে যান-বাহনকে পথ করে দিয়ে যানজট কমাচ্ছে ফগর‍্যাম্পারকট। সাইকেলে বসা কিশোর আর ভাতিজাকে দেখে চোখ কপালে উঠল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। চিৎকার করে উঠল, 'ঝামেলা! বব, এই বব! থাম বলছি!'

ভীষণ আতঙ্কে চাচার হুকুম অমান্য করে বসল বব। থামা তো দূরের কথা, দ্রুত প্যাডেল ঘুরিয়ে সাইকেলের গতি আরও বাড়িয়ে দিল। প্রচণ্ড রাগে লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেল ফগের।

ওদিকে ফগের কণ্ঠ শুনে ঝুড়ির মধ্যে আর মুখ গুঁজে থাকতে পারল না টিটু। মাথা উঁচু করে ঘাউ ঘাউ শুরু করল। ফগের পা কামড়ানোর জন্যে ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে। বেরোতে দিল না কিশোর।

দুটো কারণে ববের পিছু নিতে পারল না ফগ। প্রথমত যানবাহন নিয়ন্ত্রণে

www.MurchOna.com

ব্যস্ত সে, ডিউটি ছেড়ে যেতে পারছে না। আর দ্বিতীয় কারণ, টিটুর ভয়। তার ভাষায় 'মহা শয়তান' ওই কুত্তাটার কাছে গেলেই পা কামড়াতে আসবে। ববকে ধরবার অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে, ভেবে অনেক কষ্টে নিজেকে নিরস্ত করল সে। নিজের কাজে মনোযোগ দিয়ে রাগ দমনের চেষ্টা চালাল।

চাচাকে ফাঁকি দিতে পারবে কল্পনাই করেনি বব। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল তার। তাতে ভয় কেটে গেল অনেকটাই। সাইকেল চালাতে চালাতে কখনও উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা আউড়াতে লাগল, কখনও গুনগুন করে গেয়ে উঠছে গান। মনে বড় শান্তি আজ। ভাবছে, আহা এমনি করে হেসেখেলেই যদি কেটে যেত জীবনটা!

পাহাড়ের পাদদেশে চলে এল ওরা। ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে গতি কমাতে বাধ্য হলো। যতই উপরে উঠছে, প্যাডেলে চাপ দেওয়ার জন্য আরও বেশি শক্তি খরচ করতে হচ্ছে। শেষে আগের দিনের মতই সাইকেল থেকে নেমে ঠেলে নিয়ে এগোতে হলো।

'আবার এসেছ তোমরা!' ওদের দেখেই গজগজ শুরু করল টিকেট বিক্রেতা লোকটা। 'কতবার বলব এখানে কুত্তা ঢোকানো নিষেধ। কাল তো জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছিলাম, কুত্তাটাকে ভিতরে ঢুকিয়েছিলে কোনখান দিয়ে?'

'আমরা ঢোকাতে যাব কেন? সদর দরজায় বসে পাহারা দেন, আপনি দেখেননি কোনখান দিয়ে ঢুকেছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর। 'আমি তো আরও ভাবলাম কোন চোরাপথটথ আছে, যেখান দিয়ে কুকুর-বিড়াল ঢুকতে পারে।'

চিন্তায় পড়ে গেল লোকটা। 'যাও, ছাউনিতে রেখে এসো। আজ যেন আর ঘরে না ঢোকে।'

'কালও তো রেখেই এসেছিলাম।' দুই ডলার বের করে টেবিলে রাখল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আজও কি বানশী চেঁচাবে? নাকি শুধু বিস্যুৎবারেই চেঁচায়?'

'শুধু বিস্যুৎবারে।'

'অন্য দিন চেঁচায় না কেন?'

'গুজব আছে বিস্যুৎবার দিন সাংঘাতিক এক দুর্ঘটনা ঘটেছিল বানশী টাওয়ারে। বোধহয় সে-কারণেই সেদিন চেঁচায় বানশী।'

www.MurchOna.com

'অন্য দিন চেঁচালে অসুবিধেটা কী?'

'আরে এ তো মহা যন্ত্রণা! অন্যদিন চেঁচায় না কেন তা কী করে বলব? বানশীকে তো আর জিজ্ঞেস করিনি।'

'আমি পেলে জিজ্ঞেস করতাম। তা আপনাদের এই বানশীটা থাকে কোনখানে তা কি বলতে পারবেন?'

'বোকার মত কথা বোলো না! বানশী কোথায় থাকে তা কি কেউ বলতে পারে?' ধৈর্য হারাল বদমেজাজী লোকটা। 'এই নাও টিকেট। যাও, ছবি দেখোগে। আমাকে বিরক্ত কোরো না।'

'প্লিজ, আর মাত্র একটা প্রশ্ন,' কিশোর বলল। 'ক্যাটালগে লিখেছে একশো বছর আগে শেষ চেঁচিয়েছে বানশী। মিউজিয়ামটা চালু হবার পর থেকে আবার চেঁচানো শুরু করেছে। এতকাল পর হঠাৎ আবার কী দেখে চেঁচানো শুরু করল?'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বানশীর ব্যাপারটা তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না! তুমি কি বলতে চাও বানশী বলে কিছু নেই? পুরোটাই ধাপ্পাবাজি?' রেগে গেল লোকটা। 'বেশ, আমার কথা বিশ্বাস না হলে আরমার রুমে গিয়ে দেখো, লম্বা এক ভদ্রলোক বসে আছেন, এ বাড়ির বর্তমান মালিক। তাঁকে জিজ্ঞেস কোরো। তিনি তোমার সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন।'

'আগে বলবেন তো। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। বানশীর মালিকের নামটা বলবেন দয়া করে?'

'বানশীর মালিক বলিনি আমি, বলেছি বাড়ির মালিক।'

'ওই হলো। বাড়ির মালিকই তো বানশীর মালিক, বানশীটা যেহেতু এ বাড়িতে বাস করে। নামটা, প্লিজ!'

'মরিস বেকার!' রাগে পুরোপুরি ধৈর্য হারাল লোকটা। 'তোমাকে ধরে আসলে···আসলে···'

'বেতানো দরকার?' হাসি মুছল না কিশোরের মুখ থেকে।

'হ্যাঁ, তাই করা উচিত!'

'অত রেগে যাচ্ছেন কেন, ভাই? আমি কী করলাম? অত রাগ ভাল না। অস্থির হওয়া উচিত না মানুষের। ধৈর্য হারালে মেজাজ খারাপ হয়, মেজাজ খারাপ হলে অঘটন ঘটাতে ইচ্ছে করে, আর অঘটন মানুষকে বিপদের দিকে ঠেলে দেয়।'

www.MurchOna.com

'এই ডেঁপো ছোকরা, তুমি যাবে এখান থেকে!'

'যাচ্ছি যাচ্ছি। এই টিটু, চল, তোকে বাইরে রেখে আসি।' টিকেট বিক্রেতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল কিশোর, 'খবরদার, আজ আর কোন চোরাপথে ঘরে ঢুকবি না।' আড়চোখে তাকিয়ে দেখল জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে বব। লোকটার কাছ থেকে সরে আসবার পর বলল, 'এত সাহস কী করে দেখাও তুমি, কিশোর! আর এত শান্তই বা থাকো কীভাবে?'

ছাউনিতে টিটুকে রেখে ফিরে এল দুজনে। পিকচার-গ্যালারিতে ঢুকল। সেই ফরাসী লোকটাকে ছবির সামনে বসে ছবি নকল করতে দেখল আজও।

নিচুস্বরে বব বলল, 'চলো দেখি কতখানি আঁকল।'

কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'কতখানি হলো, সার? শেষ?'

ক্যানভাস গোটাতে গোটাতে জবাব দিল লোকটা, 'হ্যাঁ। তোমরা?'

ববকে দেখিয়ে কিশোর বলল, 'ছবিগুলো ওর খুবই ভাল লেগেছে। দেখার জন্যে পাগল। নেভিতে চাকরি করার ইচ্ছে তো। তাই সাগর সম্পর্কে ভীষণ আগ্রহ। সাগরের ছবি, সাগরের ওপর লেখা বই, সবই ওর পছন্দ।' লোকটার হাতের ক্যানভাসটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন হয়েছে ছবিটা, দেখাবেন?'

'এখন তো গুটিয়ে ফেলেছি। আরেকটু আগে এলে দেখতে পারতে,' জবাব দিল লোকটা। 'আমার তাড়া আছে। যেতে হবে এক জায়গায়। আমার জন্যে লোক বসে আছে। অন্য আরেক দিন দেখো। ঘন ঘন এখানে এলে আমার সঙ্গে তোমাদের দেখা হবেই।'

তাড়াহুড়া করে চলে গেল লোকটা। সেদিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গি। ববকে বলল, 'তুমি তোমার ছবি দেখতে থাকো। আমি মিস্টার বেকারের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি।'

বাড়ির মালিকের খোঁজে আরমার রুমে চলল সে।

প্রথমেই সেই ছবিটার কাছে এসে দাঁড়াল বব, যেটা তার সবচেয়ে পছন্দ। পাথুরে টিলার চারপাশ ঘিরে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। রুদ্র সাগর।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ছবিটার দিকে। ঢেউ। ঢেউয়ের মাথায় পানির ছিটে। ঝোড়ো বাতাসে ডানা মেলে কাত হয়ে থাকা সী-গাল। কল্পনা করল বব, ওই উত্তাল সাগরে ছোট্ট একটা বোট। তাতে বসা রয়েছে সে। নৌকা সামলানোর চেষ্টা

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

করছে। লড়াই করছে ঢেউয়ের সঙ্গে। নেভিতে যাওয়ার কথা কোনদিন ভাবেনি সে। কিন্তু কিশোর তার মাথায় কথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। নেভির জাহাজে করে সাগরে পাড়ি জমানো নিশ্চয় ভীষণ রোমাঞ্চকর।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করেই বিস্ময় ফুটল চেহারায়। আরও ভাল করে মনোযোগ দিয়ে এদিক থেকে ওদিক থেকে ছবিটা দেখতে লাগল। কী যেন নেই, কী যেন নেই! মাথা চুলকাল। মনে করবার চেষ্টা করল। ভ্রূকুটিতে কুঁচকে গেছে কপাল। কাছাকাছি হয়ে গেছে ভুরু জোড়া। মনে পড়ে গেল, কী নেই! বড় বড় হয়ে গেল চোখ। তার চাচার মত গোল গোল। আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল কিশোরের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে।

সাত

পুরানো বাড়ির রূপে মুগ্ধ হয়ে বাড়ি কেনবার মত সৌখিন লোক মনে হলো না মরিস বেকারকে কিশোরের। 'খাঁটি ব্যবসায়ী,' মনে মনে বলল সে। 'এ রকম একটা বাড়ি কেন কিনেছেন ভদ্রলোক? মিউজিয়ামের আয় থেকে বাড়ির লন পরিষ্কারের টাকাও তো উঠবে না।'

কোণের সেই লম্বা সোফাটায় বসে আছেন ভদ্রলোক, আগের দিন যেটাতে খেতে বসেছিল কিশোররা। ক্যাটালগ দেখছেন। ঘন ভুরু জোড়া কুঁচকানো। মোটা নাক। কলসের মত উঁচু পেট।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। মোলায়েম স্বরে বলল, 'এক্সকিউজ মি, সার। চমৎকার এই পুরানো বাড়িটার মালিক শুনলাম আপনি?'

'অ্যাঁ!...ঠিকই শুনেছ! এমন নিঃশব্দে ঢুকেছ, একেবারে চমকে দিয়েছিলে!' গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন ভদ্রলোক। 'হ্যাঁ, আমিই এ বাড়ির মালিক। কিনে বোধহয় ভুলই করলাম। ভেবেছিলাম মিউজিয়াম দেখতে লোক এসে ভেঙে পড়বে। কই? আসেই না।'

'যারা আসে তারাও নিশ্চয় ছবি দেখতে আসে না,' হেসে বলল কিশোর। 'আসে বানশীর চিৎকার শুনতে, তাই না? গতকাল আমরাও শুনেছি। দারুণ

www.MurchOna.com

চিৎকার। বোঝাই যায় না নকল। মনে হয় আসল বানশী। কী দিয়ে বানানো হয়েছে, বলুন তো?'

'কী দিয়ে বানানো হয়েছে মানে?' অবাক মনে হলো ভদ্রলোককে। 'বানশী তো বানশীই। কী দিয়ে বানানো, কেউ জানে না। আর কখন কেন চিৎকার করে, তা-ও জানে না কেউ।'

'এখন তো আর রূপকথার যুগ নয়, সার,' বিনীত ভঙ্গিতে কিশোর বলল। 'এখনকার বানশীরা নিশ্চয় মেশিন দিয়ে বানানো, যন্ত্রের সাহায্যে চিৎকার করে। আমি বলতে চাইছি, আধুনিক বানশীরা সব ভুয়া বানশী।'

'কে বলল তোমাকে?' রেগে উঠলেন ভদ্রলোক। 'বানশীরা আগেও যা ছিল, এখনও তাই। বেচারী! কী যে দুঃখ পায়, আর কত কষ্টেই না চিৎকার করে, আহা! বুক ভেঙে বেরিয়ে আসে তার দীর্ঘশ্বাস।'

'আপনি যখন বলছেন আসল, তা হলে হয়তো আসলই। যাকগে, যতদূর জানি, মালিকদের খারাপ ভবিষ্যৎ দেখতে পেলেই শুধু চিৎকার করে বানশীরা, তাই না?' কণ্ঠস্বর আর চেহারাটাকে যতটা সম্ভব নিরীহ করে তুলল কিশোর। 'জানেন, সার, কাল আমি ওই চিৎকার নিজের কানে শুনেছি। নিশ্চয় কোন অঘটন ঘটতে যাচ্ছে এ বাড়িতে, আর সে-কারণেই আপনাকে সাবধান করে দিতে চাইছে পরীটা। আসল বানশীরাই শুধু সাবধান করতে পারে, মেশিনের সে-ক্ষমতা নেই। তারমানে অঘটন ঘটবেই।'

'বুঝতে পারছি, বানশীর ব্যাপারে তোমার সন্দেহ আছে। বেশ, এ বাড়ির যতগুলো ঘর আছে, যত গলিঘুঁজি আছে, সব জায়গায় তোমাকে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি দিলাম। তোমার যেখানে ইচ্ছে গিয়ে খুঁজে দেখতে পারো কোনও মেশিন কোথাও আছে কিনা।'

'থ্যাংক ইউ, সার, থ্যাংক ইউ!' গদগদ হয়ে যাওয়ার ভঙ্গি করল কিশোর। 'তবে দেখা আর লাগবে না, আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। ধরেই নিচ্ছি এ বাড়ির কোন ঘরে চিৎকার করার মত কোন মেশিন লুকানো নেই। যাকগে, বাদ দিন বানশীর কথা। ছবিগুলো কোনখান থেকে জোগাড় করেছেন, সার? কার সংগ্রহ থেকে আনা হয়েছে, তা কিন্তু ক্যাটালগে লেখা নেই।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন বেকার। 'তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে।

www.MurchOna.com

টেক্সাসের এক ধনী রানশার জন টুনারের বাড়ি থেকে আনা হয়েছে ছবিগুলো। জন টুনার আমার বন্ধু। তার কাছ থেকে চেয়ে এনেছি এগুলো দেখিয়ে বানশী টাওয়ারে দর্শক আকর্ষণ করবার জন্যে। সাংঘাতিক কালেকশন, তাই না? কিন্তু কোনভাবেই মানুষকে ছবি দেখতে আগ্রহী করা যাচ্ছে না। আর্ট স্কুলের ছাত্ররা আসে আঁকা শিখতে, ছবি নকল করতে। তোমার মত সমঝদারের চোখ নিয়ে তারাই শুধু দেখে।'

'অনেক দামী ছবি ওগুলো, তাই না?'

'তা তো বটেই। হাজার হাজার ডলার দাম। কোন-কোনটা লাখের কাছাকাছি।'

'কিন্তু পাহারা তো তেমন নেই, কড়াকড়ি দেখলাম না। চোর যদি ঢোকে?'

'এখান থেকে চুরি করা অত সহজ না, একটু ভাল করে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। অনেক বড় বড় ছবি। ফ্রেমে আটকানো। ফ্রেম থেকে খোলা যাবে, কিন্তু বের করবে কীভাবে? এত বড় ছবি কারও চোখ এড়িয়ে গোপনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।' কিশোরের চোখের দিকে তাকালেন বেকার। 'তুমি পারবে?'

ঠিক এই সময় ঘরে এসে ঢুকল উত্তেজিত বব। কিশোরের নাম ধরে এত জোরে ডাক দিল, চমকে গেলেন বেকার। ববকে ঢুকতে দেখেননি।

বেকারের দিকে নজর নেই ববের। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'কিশোর! জলদি এসো! কথা আছে!'

'চলি, সার,' বেকারকে বলল কিশোর। ববকে এতটা উত্তেজিত দেখে অবাক লাগছে। 'আমার বন্ধু কী বলতে চায় শুনে আসি। মূল্যবান তথ্য দিলেন, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। বব, চলো।'

ববকে নিয়ে সরে এল কিশোর। 'হ্যাঁ, বলো কী হয়েছে। আস্তে বলবে। গলা উঁচু কোরো না।'

'হলঘরে চলো, দেখাচ্ছি,' বব বলল। 'সেই ছবিটার কথা মনে আছে না, সাগরের ছবি, যেটা আমার বেশি পছন্দ হয়েছিল? উঁচু পাথরের টিলা। চারপাশে পানির পাক, ঢেউ আছড়ে পড়ছে।'

'হ্যাঁ, ওই তো ছবিটা,' হাত তুলে দেখাল কিশোর। 'রুদ্র সাগর। কী হয়েছে ওটার?'

'কাছে চলো, দেখাচ্ছি। অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটেছে।'

'অদ্ভুত মানে?' ছবিটার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'আমি তো কিছু বুঝতে

www.MurchOna.com

পারছি না। আমার কাছে একই রকম লাগছে।'

'তুমি কাল মন দিয়ে দেখোনি, তাই বুঝতে পারছ না। নইলে তোমার চোখেও পড়ত। একটা জিনিস উধাও হয়ে গেছে ছবিটা থেকে। কাল ছিল, আজ নেই। অদ্ভুত না?'

'কী নেই?' ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'আমার কাছে তো একই রকম লাগছে।'

'সবই ঠিক আছে, এক রকমই,' বব বলল। 'কিন্তু সত্যি বলছি, একটা জিনিস উধাও হয়েছে ছবি থেকে। ছবির ভিতর থেকে ছবি উধাও হয়ে যায়, এ রকম আশ্চর্য কাণ্ড জীবনে দেখিনি! ওই যে বাঁ দিকটায় যেখানে ঢেউ খুব বেশি, সেখানে কাল ঢেউয়ের মাথায় খুব ছোট একটা নীল নৌকা ছিল। দুজন লোকও ছিল তাতে...'

'কিন্তু এখন নেই,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছবিটা দেখতে দেখতে বলল কিশোর। 'বব, তোমার কথা ঠিক হয়ে থাকলে ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। ছবির ভিতর থেকে আপনাআপনি কোন রঙ কিংবা ছবি মুছে যেতে পারে না, যদি ইচ্ছে করে কেউ মুছে দিয়ে না থাকে। কে মুছল ওই নৌকাটা? প্রথমেই সন্দেহ জাগে ওই ফরাসী আর্টিস্টের ওপর।'

'নৌকা জিনিসটা হয়তো ওর পছন্দ না, সে-কারণেই মুছে দিয়েছে। কিংবা বাধ্য হয়ে সাগরের ছবি আঁকলেও সাগর পছন্দ করে না, জাহাজে উঠলেই সি-সিকনেসে ভোগে। কিন্তু কথাটা হলো, মুছলে তো রঙ দিয়েই মুছেছে। নীল কিংবা সবুজ। আশেপাশের রঙের সঙ্গে এত নিখুঁতভাবে মিলাল কী করে যে কিছুই বোঝা যায় না?'

'ঠিক বলেছ,' নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'পুরানো রঙের ওপর নতুন রঙ মিলালে বোঝা যাবেই। ব্যাপারটা আসলেই অদ্ভুত। তুমি শিওর তো নৌকাটা ছিল? সত্যি দেখেছ?'

'একশো ভাগ শিওর। আমার সঙ্গে ফারিহাও ছিল। সে-ও ছবিটা ভালমত দেখেছে। তাকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। নৌকাটার কথা নিশ্চয়ই মনে করতে পারবে ও।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'বব, শোনো, এখনই কাউকে বোলো না এ কথা। ছবি থেকে নৌকা মুছে দেয়ার কারণটা এখনও জানি না

www.MurchOna.com

আমরা। কাউকে জানানোর আগে ব্যাপারটা নিয়ে ভালমত ভাবতে হবে আমাদের।'

'না, আমি আর কাকে বলতে যাব। দাঁড়াও, বাকি ছবিগুলোতেও দেখি কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা।'

তবে বাকি ছবিগুলো ঠিকই আছে বলে মনে হলো ববের। কিশোরও ওগুলোতে কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা বুঝতে পারল না। এ সময় সেই ফরাসী শিল্পীকে চোখে পড়ল ববের। 'আরে, আবার এসেছে। এখন আরেকটা ছবি নকল করছে।' ছোট একটা ছবির সামনে বসে আছে লোকটা। 'জিজ্ঞেস করে দেখি ছবি থেকে নৌকাটা কেন মুছে দিল।'

এগোতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। টিকেট বিক্রেতা এসে ডেকে নিয়ে গেল লোকটাকে আরেকদিকে। মরিস বেকারও চলে গেলেন আর্মার রুম ছেড়ে।

কিশোরের দিকে ঘুরল বব। হেসে বলল, 'আজ তো আর নিশ্চয় চেঁচাবে না বানশী।'

'উঁহু, আজ তার ছুটি,' কিশোরও হাসল। 'সপ্তাহের ছয় দিনই ছুটি, শুধু একটা দিন বাদে। বব, ওই ট্র্যাপ-ডোরের নীচে আরেকবার উঁকি দিতে চাই আমি। তুমি পাহারা দেবে। কাউকে আসতে দেখলে শিস দিয়ে সাবধান কোরো আমাকে।' তারপর চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজেকেই যেন বলল, 'আজ কোন আর্টিস্টই এল না আর, শুধু ফরাসী লোকটা বাদে। টিকেট কালেক্টারের সঙ্গে তার বেশ খাতির মনে হচ্ছে। কী কথা বলছে ওরা জানতে পারলে ভাল হতো!'

নিঃশব্দে ববকে নিয়ে আরমার রুমে ঢুকল সে। ঘরের ঠিক মাঝখানে এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল বব, যাতে চতুর্দিকে চোখ রাখতে পারে।

ফায়ারপ্লেসে ঢুকল কিশোর। কড়াইটা সরাল। ট্র্যাপ-ডোরটা তুলবার আগে ববকে একবার জিজ্ঞেস করল, 'দেখো কেউ আসছে নাকি।'

মাথা নেড়ে বব জানাল আসছে না।

ট্র্যাপ-ডোর তুলে নীচে উঁকি দিল কিশোর। সিঁড়ির ধাপগুলোর দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল কোথায় নেমেছে ওগুলো। তার মন বলছে, বানশীটা মেশিনই হোক আর যা-ই হোক, ওখানেই আছে। মাটির নীচের ওই ঘর থেকে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে বেরোনোর পথ আছে, যেটা দিয়ে টিটু ঢুকেছে। সুড়ঙ্গমুখটা এমন কোনখান দিয়ে বেরিয়েছে যেখানে লোক যাতায়াত একেবারেই নেই, কিংবা

www.MurchOna.com

ঝোপঝাড় বা পাথরের আড়ালে এমনভাবে ঢাকা, সহজে কারও চোখে পড়বে না।

সিঁড়ি বেয়ে নামবার একান্ত ইচ্ছেটা দমন করতে বাধ্য হলো কিশোর। নামলে আবার উঠে আসতে কত সময় লাগবে জানে না। ততক্ষণে কেউ চলে আসতে পারে। ববকে একা বিপদের মধ্যে ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না। ববকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাহলে ট্র্যাপ-ডোরটা খোলা ফেলে রেখে যেতে হবে, সেটাও নিরাপদ নয়। তা ছাড়া, মাটির নীচের অন্ধকার ঘরে কিংবা সুড়ঙ্গে নামবার জন্যে আলো দরকার। সঙ্গে টর্চ নেই ওর।

হঠাৎ ববের শিস শোনা গেল। তাড়াতাড়ি ট্র্যাপ-ডোর লাগিয়ে তার উপর কড়াইটা আগের মত বসিয়ে দিল কিশোর।

ছোট ঘরটা থেকে ভেসে আসছে কথা আর পায়ের শব্দ। তারমানে ফিরে আসছে ওরা। ববকে বেরোতে ইশারা করল কিশোর। ওরা দেখে ফেলবার আগেই ববকে নিয়ে দৌড়ে হলঘরে ফিরে এল। খানিক পরে ফরাসী লোকটার সঙ্গে টিকেট বিক্রেতাকে ঢুকতে দেখে অবাক হলো সে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হলো না তার কাছে।

আপাতত আর কিছু দেখবার নেই এখানে। ববকে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। আজ আর ছাউনি থেকে নড়েনি টিটু। নড়তে পারেনি। আগের দিনের মত যাতে কোন গর্তে ঢুকতে না পারে সে-জন্যে বেঁধে রেখে গিয়েছিল। সাইকেলের সামনে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল কুকুরটা, কিশোরদের সাড়া পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

'চল টিটু, বাড়ি যাই,' বাঁধন খুলে দিতে দিতে কিশোর বলল। বিড়বিড় করে নিজেকেই শোনাল, 'কাল মিটিং ডাকতে হবে, জরুরি মিটিং। সাগরের ছবি থেকে নৌকা উধাও হতে পারে এই প্রথম শুনলাম। সত্যিকারের একটা জটিল ধাঁধারে, টিটু। সমাধান করে আনন্দ পাব। বব, ভাগ্যিস ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলে তুমি!'

আট

বাড়ি ফিরেই রবিন আর মুসাকে ফোন করল কিশোর। জানিয়ে দিল, পরদিন

www.MurchOna.com

সকাল দশটায় জরুরি মিটিং। শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠল মুসা। কী ঘটেছে জানতে চাইল।

'আগামী কাল মিটিঙে একবারেই শুনো,' জবাব দিল কিশোর।

পরদিন সকালে দশটা বাজবার আগেই এসে হাজির হলো মুসা আর ফারিহা। কাঁটায় কাঁটায় দশটায় এল রবিন। কিশোরদের বাড়িতেই ছিল বব। তার চাচা এসে খুঁজেও গেছে একবার। আগেরবারের মতই জানালা দিয়ে পালিয়েছিল বব। এবারেও বুঝতে পারেনি ফগ। গজগজ করতে করতে চলে গেছে। কিশোরকে হুমকি দিয়ে গেছে, তার চাচার কাছে নালিশ করবে। পাত্তাই দেয়নি কিশোর। বব যদি তার চাচার বাড়িতে থাকতে না চায়, সেটা তার ব্যাপার। বেআইনী কিছু তো করছে না।

যথাসময়ে মিটিং বসল ছাউনিতে। বিস্কুট আর কমলার রস এনে রেখেছে কিশোর। টিটুকে বিস্কুটের প্লেটের কাছে ঘুরঘুর করতে দেখে ধমক লাগাল সে, 'এই, চালাকি হচ্ছে, না? সর! একাই মেরে দেয়ার চিন্তা। ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না। প্লেট উল্টে ফেললে বিস্কুটগুলো সব মাটিতে পড়ে যাবে, আমরা আর তুলে খাব না, তখন সব সাফ করতে পারবে।'

'পোষা কুকুর-বিড়ালকে এই অদ্ভুত কাণ্ডটা করতে বহুবার দেখেছি আমি, জানো,' ফারিহা বলল। 'বিড়ালে ইচ্ছে করেই দুধের বাটি উল্টে ফেলে। তারপর আরামসে বসে চেটে চেটে খায়।'

ধমক খেয়ে সরে গেল টিটু। দূরে বসে করুণ চোখে বিস্কুটের প্লেটের দিকে তাকাতে লাগল। কিশোর বলল, 'তোকে দেব না বললাম নাকি? সবাই যখন খাবে, তোকেও দেয়া হবে। মুখটাকে স্বাভাবিক কর এখন, পাজি কোথাকার।'

'কুকুর-বিড়াল নিয়ে গবেষণা পরেও করা যাবে,' গতকাল কী জেনে এসেছে কিশোর আর বব, জানার জন্যে অস্থির হয়ে আছে মুসা। 'কী জন্যে ডেকেছ, সেটা বলো।'

'বব কাল বানশী টাওয়ারে গিয়ে একটা সাংঘাতিক আবিষ্কার করেছে,' কোন ভূমিকার মধ্যে গেল না কিশোর। 'ফারিহা, রুদ্র সাগর ছবিটাতে কী কী আঁকা ছিল মনে করতে পারবে?'

'পারব।'

'বলো তো। খুঁটিনাটি কোন কিছু বাদ দেবে না।'

'সাগরে ঝড়ের ছবি। উঁচু পাথরের টিলার চারপাশে আছড়ে ভাঙছে ঢেউ। ঢেউয়ের মাথা থেকে পানির ছিটে ফোয়ারার মত ছড়িয়ে পড়ছে। ঢেউয়ের মাতামাতি যেখানে বেশি, সেখানে ছোট্ট একটা নীল নৌকা আর তাতে বসা দুজন লোক। টিলাটা যে কী বিশাল সেটা বোঝানোর জন্যেই বোধহয় নৌকা আর মানুষগুলো এঁকেছে আর্টিস্ট।'

হাসি ফুটল ববের মুখে। কিশোরের দিকে তাকাল। 'কী, বলেছিলাম না, ভুল দেখিনি আমি?'

'আর কিছু?' ফারিহাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আর···আর···সী-গাল।'

'আর?'

'না, সবই তো বললাম।'

'এখন শোনো, রহস্যময়ভাবে নৌকাটা ছবি থেকে উধাও হয়ে গেছে। ছবিতে নেই ওটা।'

স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। ঘরে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করল কিছুক্ষণ। তারপর ফিসফিস করে মুসা বলল, 'একমাত্র ভূতের পক্ষেই সম্ভব! ভূতে গায়েব করে দিয়েছে নৌকাটা। বানশী টাওয়াটা আসলেই একটা ভূতুড়ে বাড়ি।'

বিরক্ত ভঙ্গিতে মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'ভূত ছাড়া আর কিছু যদি মাথায় না ঢোকে, চুপ করে থাকো।' রবিনের দিকে তাকাল সে। 'তোমার কী মনে হয়?'

'মুছে দেয়া হয়েছে,' রবিন বলল। 'হয় মুছে দিয়েছে, নয়তো রঙ করে ঢেকে দিয়েছে। কোন একজন আর্টিস্টের কাজ, যাদেরকে ছবি নকল করতে দেখেছিলাম। নিশ্চয় নৌকাটা তার ভাল লাগছিল না।'

'না, মোছেনি, তাহলে দাগ থাকত,' কিশোর বলল। 'রঙ দিয়ে ঢেকেও দেয়নি, তাহলে পুরোপুরি মিলাতে পারত না, বোঝা যেতই।'

'কীভাবে উধাও করল তাহলে?'

'সেটাই তো রহস্য।'

'ভুল দেখেনি তো ফারিহা আর বব?' মুসার প্রশ্ন। 'হয়তো অন্য কোন ছবিতে নৌকাটা দেখেছে। পরে মনে হয়েছে ওটাতেই দেখেছে।'

www.MurchOna.com

'একজন হলে ভুল করেছে মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু দুজনে একই ভুল করবে না। তা ছাড়া ছবিটা ওদের খুব পছন্দ হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে দেখেছে। ছবিতে কী কী ছিল সবকিছু ওদের মুখস্থ।'

'অহলে আর কী!' হাত ওল্টাল মুসা। 'ভূতও যখন বিশ্বাস করবে না, তাহলে একটা ব্যাপারই ঘটেছে, প্রবল ঝড়ে ডুবে গেছে নৌকাটা।'

মুসার রসিকতায় হেসে উঠল সবাই, কিশোর বাদে। সে আরও গম্ভীর হয়ে গেল। শুরু হলো ঘন ঘন নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটা।

'কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

কিশোরের জবাবটা রবিন দিল, 'আবার যাওয়া দরকার বানশী টাওয়ারে। ফারিহাকে দেখানো দরকার। দেখি, সে নতুন কিছু বের করতে পারে কিনা।'

'ঠিক!' কিশোর বলল। 'ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম। রহস্যের সমাধান করতে হলে রহস্যটা যেখানে লুকিয়ে আছে সেখানেই যেতে হবে আমাদের। কী, যাবে?'

'আমার আর আজকে বাড়িতে কোন কাজ নেই,' রবিন জানাল। 'যেতে পারি।'

'আমিও যাব,' ফারিহা বলল।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'তুমি?'

'কী আর করা। সবাই যখন যেতে চায় আমি আর একা বসে থেকে কী করব?'

'ভূতের ভয় করবে না? বানশী? বাস্তুপরী?'

'ওসব কথা আর মনে করিয়ে দিয়ো না। কখন রওনা হতে চাও?'

'এখনই।'

'বিস্কুট খাব কখন?'

বিস্কুটের নাম শুনে কান খাড়া করল টিটু। হেসে ফেলল কিশোর। 'ওই যে, আরেক খাদক, শুনেই সজাগ হয়ে গেছে।' প্লেট থেকে একটা বিস্কুট তুলে টিটুর দিকে ছুঁড়ে দিল সে। 'নে, শুরু কর।'

খাওয়া শেষ করে ছাউনি থেকে বেরোল ওরা। সাইকেল নিয়ে দল বেঁধে বানশী টাওয়ারে চলল।

টাওয়ারে যাওয়ার রাস্তাটা ধরে ওঠার সময় উল্টো দিক থেকে একটা ভ্যানগাড়ি আসতে দেখল ওরা। কাছে আসবার পর চেনা গেল লোকগুলোকে। গাড়ি চালাচ্ছে সেই ফরাসী চিত্রকর লিয়েরঁা। তার পাশে বসা মিউজিয়ামের টিকেট

বিক্রেতা লোকটা। পাশ কাটানোর সময় কড়া চোখে তাকাল ছেলেমেয়েদের দিকে। চিত্রকরকে কী যেন বলল।

টাওয়ারে এসে দমে গেল ওরা। বড় একটা নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে, তাতে লেখা: মেরামতের জন্য বন্ধ।

'ধুর!' হতাশ হয়ে বলল বব। 'বন্ধ করার আর সময় পেল না।'

'ছবিটাও দেখা হলো না!' হতাশ কণ্ঠে বলল ফারিহা। সাইকেল ঠেলে পাহাড়ে উঠে হাঁপাচ্ছে।

'হঠাৎ করে কী এমন মেরামতির প্রয়োজন পড়ে গেল ওদের?' কিশোর বলল। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে । 'আমার কাছে তো ঠিকই লাগছে।'

'পাইপ বদলাচ্ছে হয়তো,' স্তূপ করে রাখা কতগুলো চারইঞ্চি ব্যাসের পাইপ দেখাল রবিন। কয়েকটা পাইপ কেটে ছোট ছোট করে রাখা হয়েছে। 'নিশ্চয় সুয়েরেজ-সিসটেমে গোলমাল। পুরানো বাড়ি তো। পাইপ দিয়ে সামান্য পানি চোয়ালেও ভিতরটা সেঁতসেঁতে হয়ে যাবে। আর তাতে ছবিগুলো নষ্ট হবে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' পাইপগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'কিন্তু আমরা যে কাজে এসেছি তার কী হবে?' মুসা বলল। 'ঢুকতে তো পারলাম না। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতেও ইচ্ছে করছে না। চলো, আশপাশটা ঘুরে দেখি।'

'ভিতরেই ঢুকব,' জবাব দিল কিশোর। 'টিটু যে সুড়ঙ্গ দিয়ে টাওয়ারের নীচে চলে গিয়েছিল, সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব এখন। টর্চ আনতে বলেছিলাম না, এনেছ?'

'এনেছি,' পকেট থেকে টর্চ বের করে দেখাল মুসা।

রবিনও এনেছে। কিশোরেরটা সহ হলো তিনটে টর্চ। সুড়ঙ্গে ঢুকতে বাধা নেই। টিটুকে বলল, 'টিটু, খোঁজ তো। খুঁজে বের কর সেই গর্তের মুখটা।'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল টিটু। বুঝতে পারছে না যেন।

কিশোর তখন বলল, 'খরগোশ! খরগোশ!' তারপর হাত দিয়ে ইশারা করে পাহাড়ের দিক দেখাল।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল টিটু। দৌড় দিল পাহাড়ের দিকে। সাইকেল নিয়ে ছেলেমেয়েরাও ছুটল পিছনে।

www.MurchOna.com

ছুটতে ছুটতে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল টিটু। ভিতর থেকে ঘেউ ঘেউ করে জানান দিতে থাকল। অতদূর সাইকেল চালিয়ে যেতে পারল না ওরা। ঠেলে নিয়ে এগোতে হলো।

মস্ত একটা ঝোপের মধ্যে বড় একটা গর্তের মুখে বসে চিৎকার করছে টিটু। সুড়ঙ্গমুখ, কোন সন্দেহ নেই। সাইকেলগুলো আরেকটা ঝোপে লুকিয়ে রেখে টর্চ হাতে ঢুকে পড়ল ওরা।

নয়

সামনে কোন্ বিপদ ওত পেতে আছে জানে না। টিটু আগে আগে এগোল, তার পিছনে রইল কিশোর। বাকি সবাই এক সারিতে কিশোরের পিছনে।

সুড়ঙ্গের মধ্যে ছোট ছোট ঘাস আর দেয়ালে এক ধরনের শ্যাওলা জন্মে আছে। সূর্যের আলো পায় না বলে বিবর্ণ। ভাপসা গন্ধ।

'অতিরিক্ত খাড়া!' কিশোর বলল।

খাড়া-আড়া-আড়া-আড়া! সুড়ঙ্গের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল সে-শব্দ। চমকে গেল সবাই। এমনকি টিটু পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গিয়ে অবাক চোখে তাকাল কিশোরের দিকে। বুঝবার চেষ্টা করছে, শব্দটা কিশোরই করেছে কিনা।

মাঝারি সাইজের একটা ঘরের মত গুহার মধ্যে এসে শেষ হলো সুড়ঙ্গ। পাথরের দেয়াল। সিঁড়ির ধাপ চোখে পড়ল। বোঝা গেল, বানশী টাওয়ারের নীচে পৌঁছে গেছে ওরা। উপর দিকে আলো ফেলল কিশোর। ট্র্যাপ-ডোরটা দেখতে পেল।

গুহাটা সেলার কিংবা ডানজন নয়। পুরানো আমলে স্টোররুম হিসাবে ব্যবহার করা হতো, না জরুরি অবস্থায় পালানোর জন্য বানিয়ে রেখেছিল, কে জানে! এখন আছে ছোট একটা টেবিল, টেবিলে রাখা একটা শক্তিশালী ক্যাসেট প্লেয়ার, ঘড়ির মত একটা জিনিস, আর একটা চেয়ার। ক্যাসেট প্লেয়ার থেকে তার বেরিয়ে ছাতের দিকে উঠে গেছে। ছাত ফুটো করে তাতে পাইপ ঢুকিয়ে পাইপের

www.MurchOna.com

ভিতর দিয়ে তারগুলোকে পার করে দেওয়া হয়েছে।

মুচকি হাসি ফুটল কিশোরের ঠোঁটে। 'মুসা, ওই যে তোমার ভূত!'

'ভূত মানে!' বুঝতে পারল না মুসা। 'ও তো সাধারণ একটা ক্যাসেট প্লেয়ার!'

'সাধারণ জিনিসটা দিয়েই তো অসাধারণ কাণ্ডটা করে ওরা,' কিশোর বলল, 'আমার ধারণা, এটাই সেই বানশী, চিৎকার করে যেটা কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে চেয়েছিল আমাদের। গিয়ে দেখতে পারো, এর মধ্যে ক্যাসেট ভরা আছে। ক্যাসেটে বানশীর চিৎকার রেকর্ড করা। কোন সিনেমা থেকেই করেছে নিশ্চয়, হরর ফিল্ম।'

'তা-তা-তারমানে বলতে চাইছ,' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা, 'ঘরের মধ্যে লুকানো মাইক্রোফোন...নাহ্, ব্যাটারা ভীষণ চালাক!'

' কুসংস্কারে বিশ্বাসী মানুষকে বোকা বানানো খুব সহজ,' কিশোর বলল। 'টাওয়ারের প্রতিটি ঘরে মাইক্রোফোন লুকিয়ে রেখেছে ওরা। আর ওই ঘড়ির মত জিনিসটা টাইমার। বিস্যুৎবার দুপুরে সেট করা আছে। আপনাআপনি 'অন' হয়ে যায় সুইচ। বাজতে শুরু করে ক্যাসেট। বাজা শেষ হলে অটো সিসটেমের সাহায্যে আবার শুরুতে চলে আসে ক্যাসেটের ফিতে।'

নিজের অনুমান যে ঠিক, সেটা প্রমাণের জন্যে ক্যাসেট প্লেয়ারটা 'অন' করল কিশোর। ব্যাটারি ভরা আছে। সুইচ টিপতেই লাল আলো জ্বলে উঠল। 'প্লে' বাটন টিপতেই ঘুরতে শুরু করল ফিতে।

আচমকা শুরু হলো ভয়াবহ চিৎকার। স্পিকার থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল ভয়ঙ্কর সে-শব্দ। ভীষণ কষ্টে আর্তনাদ করছে যেন কোন প্রেত। চোখের সামনে ক্যাসেট চলতে না দেখলে কখন ঘুরে দৌড় দিত মুসা। ভয় পেয়ে গেল টিটু। তার সারা শরীর কেঁপে উঠল থরথর করে। গোঁ-গোঁ শুরু করল। দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

'দারুণ চালাকি!' বলতে লাগল কিশোর। 'এ ভাবে ক্যাসেট প্লেয়ারের সাহায্যে মানুষকে ভূতের চিৎকার শুনিয়ে ধোঁকা দেয়া...নিশ্চয় মরিস বেকারও আছে এ সবের পিছনে। নইলে এটা চলতে দিত না।'

'বন্ধ করো, কিশোর! কানে সহ্য হচ্ছে না!' গুঙিয়ে উঠল ফারিহা। চোখমুখ বিকৃত করে ফেলেছে।

ক্যাসেট প্লেয়ারের সুইচ 'অফ' করে দিল কিশোর। থেমে গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সবাই। কিশোরের মুখে হাসি।

'বাপরে বাপ! এত ভয়ানক শব্দ!' মুসা বলল। 'একেবারে আসল বানশীর মত!'

'আসল বানশীর চিৎকার শুনেছ নাকি তুমি?' জিজ্ঞেস না করে পারল না রবিন।

'না, তা শুনিনি। তবে আসল বানশীরা বোধহয় এভাবেই চিৎকার করে।'

'বানশী রহস্যের সমাধান তো হলো,' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'এখন কী করবে?'

ট্র্যাপ-ডোর খুলে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করব। আরেকটা রহস্যের সমাধান এখনও বাকি। ছবিরহস্য। নৌকাটা কীভাবে উধাও হলো, না জানা পর্যন্ত শান্তি নেই আমার।'

'চলো তাহলে, ঢুকে পড়ি। সিঁড়ি তো আছেই।'

নীচের ঠোঁটে ঘন ঘন দু'তিনবার চিমটি কাটল কিশোর। 'কিন্তু ঢুকব যে, আরেকটা ভয়ও করছি। এই বাঁশির শব্দ বাইরে থেকে শোনা গেছে। টাওয়ারের মধ্যে কেউ যদি থেকে থাকে, কীভাবে বাজল দেখতে আসবে।'

'এখনই না গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক তাহলে,' মুসা বলল। 'যদি কেউ না আসে, তখন উঠব।'

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করবার পরও যখন কেউ এল না, কিশোর বলল, 'মনে হচ্ছে টাওয়ারে লোক নেই। থাকলে এতক্ষণে চলে আসত। চলো, উঠি।'

ট্র্যাপ-ডোর খুলতে শক্তি লাগবে। তাই সিঁড়ি বেয়ে সবার আগে উঠে গেল মুসা। তবে যতটা জোর লাগবে ভেবেছিল, ততটা লাগল না। নীচ থেকে ঠেলা দিতেই উপরের দিকে উঠে গেল ঢাকনা। কড়াইটা একপাশে গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো।

ফায়ারপ্লেসের ভিতর দিয়ে উঠে এসে এক এক করে ঘরে ঢুকল ওরা।

ছবি দেখবার জন্যে আর তর সইছে না ফারিহার। আরমার রুম পার হয়ে সোজা ছুটল সেদিকে। রুদ্র সাগর-এর সামনে এসে দাঁড়াল। তার পাশে দাঁড়াল বব। ফারিহাকে জিজ্ঞেস করল, 'বলো তো নৌকাটা কোথায় ছিল?'

কাছে গিয়ে আঙুল রেখে দেখাল ফারিহা, 'এখানে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ববের মুখ। 'ঠিক!'

www.MurchOna.com

কিশোরের পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল টিটু। আচমকা দাঁড়িয়ে গেল। খাড়া হয়ে উঠল ঘাড়ের রোম। গোঁ-গোঁ করে চাপা গর্জন করে উঠল।

'নিশ্চয় কেউ আসছে!' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'আরমার রুমে চলো সবাই! জলদি!'

ছুটে আরমার রুমে ঢুকল সবাই। ট্র্যাপ-ডোরের ঢাকনাটা খোলাই আছে। দ্রুত সেদিকে ছুটল ওরা।

'জলদি নামো!' কিশোর বলল। 'ফারিহা, তুমি আগে।'

আগে আগে নেমে গেল ফারিহা। তারপর বব। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দরজার দিকে তাকাল কিশোর। চলে এসেছে লোকটা। আর কারও এখন নামবার সময় নেই। দেখে ফেলবে। ট্র্যাপ-ডোরটা যে খুলেছে ওরা, এটাও দেখানো যাবে না লোকটাকে। সাবধান হয়ে যাবে, রহস্যের সমাধান করা কঠিন হয়ে যাবে তখন।

রবিন নামতে যাচ্ছিল, এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে ট্র্যাপ-ডোরটা নামিয়ে দিল কিশোর। কড়াইটা বসিয়ে দিল আগের মত করে। ফায়ারপ্লেস থেকে বেরিয়ে এল। ঠিক ওই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল লোকটা।

মরিস বেকার!

দশ

তিন গোয়েন্দাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে অবাক, তারপর রেগে গেলেন বেকার। তাঁর পিছন থেকে উঁকি দিল টিকেট বিক্রেতা। হাসিমুখে বেকারকে বলল, 'কী, বলেছিলাম না, সার? আমি শিওর, চুরি করতে ঢুকেছে। ধরে ধোলাই দিন...'

'তুমি থামো!' থামিয়ে দিলেন ওকে বেকার।

টিটু ভাবল, ধমকটা ওকে দেয়া হয়েছে, কিছু একটা করা দরকার। বেকারকে ভয় দেখাতে গেল সে। কামড়ে দেয়ার ভান করল। কিন্তু ভুল করল। বেকার ফগর্‍্যাম্পারকট নয়। ধাঁ করে এক লাথি মারলেন কুকুরটার পেটে।

বেচারা টিটু। লাথি খেয়ে হকচকিয়ে গেল। কুঁই-কুঁই শব্দ করে দৌড়ে এসে

www.MurchOna.com

কিশোরের পায়ের কাছে দাঁড়াল। ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

'চুপ থাক!' ধমক লাগাল কিশোর। 'গেলি কেন মাতব্বরি করতে?'

চুপ হয়ে গেল টিটু।

বেকার বললেন, 'যাক, কথা শোনে। কুকুর আমি অপছন্দ করি না। কামড়াতে এল বলেই লাথিটা খেল। এখন বলো, এখানে ঢুকেছ কেন? কোনখান দিয়ে ঢুকলে?'

চুপ করে রইল কিশোর।

'চুপ করে থেকে লাভ নেই,' আবার বললেন বেকার। 'কোনখান দিয়ে ঢুকেছ বুঝিনি মনে করেছ? হলঘরের একটা জানালা খোলা দেখলাম।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। যাক, ওরা যে ট্র্যাপ-ডোর খুলে উঠে এসেছে বুঝতে পারেনি লোকটা। তারমানে ক্যাসেট বাজানোর সময় সত্যিই কেউ ছিল না টাওয়ারে। শব্দ শোনেনি।

মুসা অস্বস্তি বোধ করছে। রবিন ভয় পাচ্ছে। ভয় পাওয়ার কারণ, চুরি করে ঘরে ঢুকবার অপরাধে ওদেরকে এখন পুলিশে দেবে লোকগুলো। আর পুলিশ মানে তো ফগর্যাম্পারকট। সব সময় তক্কে তক্কে থাকে কখন তিন গোয়েন্দাকে বাগে পাবে আর হাজতে পুরবে। বেকার গিয়ে নালিশ করলেই এখন সেই সুযোগটা পেয়ে যাবে ফগ। বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না হয়তো, কিন্তু হেনস্তা তো করতে পারবে।

'শুরু থেকেই এই ছেলেগুলোকে আমার পছন্দ হয়নি, স্যার,' টিকেট বিক্রেতা লোকটা বলল। 'বার বার আসে আর কুত্তা নিয়ে ঢোকে। আমি বাধা দিতে গেলে আবার ইয়ার্কি মারে। বলে বিড়াল ঢুকলে কুত্তা ঢোকাতে অসুবিধে কী? ওদের এই ছোঁক ছোঁক করাটা আমার একদম ভাল লাগেনি।'

'হুঁ!' গাল চুলকালেন বেকার। 'আগে বলোনি কেন আমাকে?'

'বলিনি, কী না কী ভাবেন। হাতেনাতে ধরার অপেক্ষায় ছিলাম। সেজন্যেই তো আজ গিয়ে খবর দিলাম আপনাকে···কী করবেন এখন? পুলিশে দেবেন, না আগে খানিক ধোলাই দিয়ে নেব?'

'দোহাই আপনাদের!' শুরু হয়ে গেল কিশোরের অভিনয়। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'আমাদেরকে পুলিশে দেবেন না!'

www.MurchOna.com

'তারমানে পুলিশকে ভয় পাও? গুড,' খুশি খুশি গলায় বললেন বেকার। 'ফক্স, বেঁধে ফেলো এদের।' পকেট থেকে পিস্তল বের করে দেখালেন ছেলেদের। 'দৌড় দিলেই পায়ে গুলি খাবে। কেন গুলি করেছি পুলিশকে বোঝাতে অসুবিধে হবে না আমার।'

দরজার ওপাশের ঘরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। শিস দিতে দিতে আসছে কে যেন। ভুরু কুঁচকে ফক্সের দিকে তাকালেন বেকার। 'আবার কে?'

ফক্স জবাব দিল, 'লিয়েরাঁ বোধহয়।'

কুঁচকানো ভুরুটা কুঁচকেই রইল বেকারের। 'ছুটির দিনেও কী ওর ঢোকা লাগে নাকি? বাইরে নোটিশ দেখেনি?'

'নিশ্চয় দেখেছে,' ফক্স বলল। 'বন্ধ জেনে হয়তো খুশিই হয়েছে। শান্তিতে বসে কাজ করতে পারবে, দর্শকের ঝামেলা থাকবে না···'

শিস দিতে দিতে ঘরে ঢুকল ফরাসী আর্টিস্ট। বেকারের হাতের পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে থমকে গেল। বন্ধ হয়ে গেল শিস।

রুক্ষ স্বরে বেকার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি? বাইরে নোটিশ দেখেননি?'

আমতা আমতা করে জবাব দিল লিয়েরাঁ, 'দেখেছি। ভাবলাম···মিউজিয়াম বন্ধ···শান্তিতে ছবি নকল করতে পারব···।' তিন গোয়েন্দাকে দেখিয়ে বলল সে, 'আমার মতই নেশা হয়ে গেছে দেখছি এদেরও। রোজ ছবি দেখতে আসে। ঢুকল কীভাবে?'

'জানালা দিয়ে,' ফক্স জবাব দিল। 'নিশ্চয় চুরি করার মতলব।'

'চুরি!' চোখ কপালে উঠল লিয়েরাঁর। 'বলেন কী!' বেকারের হাতের পিস্তলটার দিকে তাকাল। 'কী করতে চান? গুলি করে মারবেন?'

'বোকার মত কথা বলবেন না,' বেকার বললেন। 'বেঁধে ফেলে রেখে যাব। পুলিশ এসে উদ্ধার করবে।'

বেরোতে যাচ্ছিল ফক্স, বাধা দিলেন বেকার। 'কোথায় যাচ্ছ?'

'দড়ি আনতে।'

'লাগবে না। পর্দা থেকে দড়ি খুলে নাও।'

কাকুতি-মিনতি করতে লাগল কিশোর। শেষে কেঁদেই ফেলল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, বাড়িতে ওরা ফিরে না গেলে কী রকম দুশ্চিন্তা করবে ওদের

www.MurchOna.com

বাবা-মা, কাঁদতে কাঁদতে মরার জোগাড় হবে মায়ের। কানেই তুলল না বেকার কিংবা ফক্স। পর্দার দড়ি খুলে নিয়ে পিছমোড়া করে দুই হাত বাঁধল ফক্স। তারপর পা। খিকখিক করে হেসে বলল, 'আজ আর কুত্তাটাকে বের করতে হবে না। থাকুক ওটা। তোমাদের পাহারা দিক।'

নরম কথায় কাজ হলো না দেখে হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করল কিশোর, 'দেখুন, অন্যায়ভাবে আমাদের বেঁধে ফেলে রেখে যাচ্ছেন আপনারা। আমাদের বাড়ি থেকে খোঁজ পড়বেই। আমাদের উদ্ধার করতে আসবে তারা। আপনাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে নালিশ করা হবে।'

'তাই নাকি?' হাসলেন বেকার। 'চোরের মায়ের বড় গলা। বাড়ি থেকে খোঁজ পড়ার আগেই তোমাদের কোথায় পাওয়া যাবে পুলিশকে জানিয়ে দেব আমি।'

বেরিয়ে গেল লোকগুলো। প্রথমে বেরোল লিয়েরাঁ, তারপর বেকার, সবার শেষে ফক্স। দরজা লাগিয়ে বাইরে থেকে তালা আটকে দিয়ে গেল।

গুঙিয়ে উঠল কিশোরের পাশে পড়ে থাকা মুসা। 'বেরোব কী করে এখন? টিটুকে দড়ি খোলার ট্রেনিং দিয়েছ?'

জবাব দিল না কিশোর। পা বাঁধা অবস্থায়ই উঠে দাঁড়িয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। একটা ভ্যানগাড়ি। গাড়িটা চিনতে পারল সে। এটাতে করেই লিয়েরাঁ আর ফক্সকে যেতে দেখেছিল। দ্বিতীয়টা কালো রঙের কার। নিশ্চয় বেকারের।

ভ্যানের দরজা লাগাল ফক্স। নিজের গাড়িতে উঠল বেকার। স্টার্ট দিয়ে চলে গেল।

দুই সহকারীর কাছে ফিরে এল আবার কিশোর। উঠে বসেছে ওরা। যা দেখেছে, ওদের জানাল সে।

'কিন্তু বেরোব কী করে এখন?' আগের প্রশ্নটাই আবার করল মুসা।

দেয়ালে ঝোলানো তলোয়ারটার দিকে তাকাল কিশোর, যেটা দিয়ে আঙুল কেটেছিল সেদিন। আবার লাফাতে লাফাতে গিয়ে দাঁড়াল ওটার কাছে। পিছন ফিরে হাতের দড়িটা তলোয়ারের ফলায় চেপে ধরে ঘষতে শুরু করল। এ ভাবে কাটা খুব কঠিন। সতর্ক থাকা সত্ত্বেও হাতের চামড়া কাটল। তবে দড়ির সুতোও কাটতে লাগল।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

অনেক চেষ্টার পর কেটে গেল একটা দড়ি। পরিশ্রমে ঘেমে গেছে। টানাটানি করে খুলে ফেলল বাঁধনটা। তারপর খুলল পায়ের বাঁধন। অনেকক্ষণ বন্ধ থেকে রক্ত চলাচল আবার স্বাভাবিক হতে চিনচিন করে উঠল। ব্যথা লাগছে। হাতের কাটা জায়গাগুলো থেকে রক্ত বেরোচ্ছে।

মুসা বলল, 'এবার আমাদেরগুলো খোলো।'

'খুলছি, দাঁড়াও,' কিশোর বলল। 'হাতের আঙুলের কাঁপুনিটা একটু কমুক।'

কিশোরের কষ্টটা যেন বুঝতে পারল টিটু। ছুটে গিয়ে তার হাত চেটে দিতে লাগল, যে জায়গাটাতে চেপে বসেছিল দড়ি, দাগ হয়ে গেছে।

মুসা আর রবিনের বাঁধন খুলে দিল কিশোর।

হাত-পা ঝাড়তে ঝাড়তে রবিন বলল, 'নীচের সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরোবে? আমি তো আর হাঁটতে পারব বলেই মনে হচ্ছে না। পায়ে এমন ঝিঁ-ঝিঁ ধরে গেছে না!'

'সুড়ঙ্গ দিয়েই যেতাম,' কিশোর বলল। 'কিন্তু আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। ছবিরহস্যের সমাধান করা এখনও বাকি। সূত্র খুঁজতে হবে।'

'কিন্তু খুঁজবে কী করে? অন্য কোন ঘরে ঢুকতেই পারবে না,' মুসা বলল। 'দরজায় তালা দিয়ে গেছে।'

জবাব না দিয়ে চাবির ফুটোয় চোখ রেখে দেখল কিশোর। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'যা ভেবেছিলাম। চাবিটা লাগিয়ে রেখে গেছে। পুরানো একটা বুদ্ধিকে নতুন করে কাজে লাগাব।'

পুরানো একটা খবরের কাগজ খুঁজে বের করল সে। দরজার নীচের ফাঁক দিয়ে ঠিক তালার নীচে ঢুকিয়ে দিল কাগজটা। পকেট থেকে ছোট ছুরি বের করে ফলাটা ঢোকাল তালার ফুটোয়। আস্তে আস্তে ঠেলা দিতেই ওপাশে কাগজের উপর পড়ল চাবিটা। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে কাগজটা এপাশে টেনে নিয়ে এল সে। কাগজের উপর পড়ে আছে চাবি। একগাল হেসে সহকারীদের দিকে তাকাল কিশোর।

'নাহ্,' মুসা বলল, 'তোমার বুদ্ধির তুলনা হয় না, সত্যি।'

'সে-তো বহুবার বলেছ।'

'আরও একবার বললাম।'

দরজা খুলে সাবধানে বড় হলঘরটায় উঁকি দিল কিশোর। কেউ থাকবার কথা নয়, ভ্যান আর অন্য গাড়িটায় করে তিনজনকে চলে যেতে দেখেছে। তবু অসতর্ক

www.MurchOna.com

হলো না। টিটুকেও চুপ থাকতে বলল।

এর আগেও দুই-দুইবার ঢুকেছে কিশোর এখানে, কিন্তু লোকজন থাকায় তদন্ত করবার তেমন সুযোগ পায়নি। এখন খালি ঘরে সুযোগটা কাজে লাগাল সে। হলঘরে তেমন কিছু পেল না, কেবল আঠা রাখার একটা টিন ছাড়া। ভালমত দেখতে গিয়ে একটা ছবির ফ্রেমের কোণায় আঠা লেগে থাকতেও দেখল। ভাঁজ করে রাখা ছোট একটা কাঠের মইও পড়ে আছে ঘরের একপাশে।

আঠা লাগানো ছবিটার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোরকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ?'

'ছবির ফ্রেমের কোণায় আঠা কেন?'

'নিশ্চয় ফ্রেমটা ভেঙে গিয়েছিল,' জবাব দিল মুসা। 'আঠা দিয়ে জুড়েছে?'

'সেইটাই তো ভাবছি! আঠা দিয়ে জুড়তে গেল কেন?'

'ভাঙা ফ্রেম তো আঠা দিয়েই জুড়বে। এতে অবাক হওয়ার কী আছে?'

রবিনও বসে নেই। তার চিৎকার শোনা গেল, 'কিশোর, দেখে যাও!'

দৌড়ে গেল কিশোর, মুসা ও টিটু।

ফক্সের ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। হাতে একটা মোটা বড় বই। সেটা দেখিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলল, 'দেখো, এখানকার সব পেইন্টিঙের ছবি আছে বইটাতে।'

'কোথায় পেলে?' জানতে চাইল কিশোর।

'ডেস্কের ড্রয়ারে।'

বইটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। ফরাসী ভাষায় লেখা হলেও বুঝতে পারল বইটা পেইন্টিঙের উপর লেখা। রেফারেন্স বুক। মলাটের পরের প্রথম পৃষ্ঠাটায় সবুজ কালি দিয়ে লিয়েরাঁর নাম লেখা। তারমানে বইয়ের মালিক লিয়েরাঁ।

কিছু চিঠিপত্র পাওয়া গেল টেবিলের ড্রয়ারে। বিভিন্ন আর্ট গ্যালারি থেকে এসেছে। ছবি কিনতে আগ্রহী এমন ইঙ্গিতও পাওয়া গেল দু'একটা চিঠিতে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে নীচের ঠোঁটে টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। মাথা দুলিয়ে আপনমনে বলল, 'মূল্যবান সূত্র মনে হচ্ছে এগুলোকে!'

'কোনগুলোকে?' জানতে চাইল মুসা।

www.MurchOna.com

'এই আঠা আর মই!'

'কী সূত্র?'

মুসার দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। 'পরে বলব। আরও শিওর হয়ে নিই।'

খোঁজাখুঁজি করে আর কিছু পাওয়া গেল না। কিশোর বলল, 'হয়েছে, চলো এখন।'

সহজেই সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। পায়ের ঝিঁ-ঝিঁ সেরে গেছে রবিনের। ঘুরে পাহাড়ের সেই সুড়ঙ্গমুখটার দিকে চলল ওরা, যেখান দিয়ে ঢুকেছিল।

ঝোপের কাছে পৌঁছে দেখল, অস্থির হয়ে ওদের অপেক্ষায় বসে আছে বব ও ফারিহা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ফারিহা বলল, 'এলে! আর দশ মিনিটের মধ্যে না এলে বাড়ি গিয়ে খবর দিতাম!'

এগারো

বাড়িতে এসে দলবল নিয়ে সোজা ছাউনিতে ঢুকল কিশোর। জরুরি মিটিং আছে। কথা শুরু করবার আগেই দরজায় থাবা পড়ল।

'কিশোর!' মেরিচাচী ডাকলেন। 'তোর ফোন।'

'কে?' বিরক্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

'ক্যাপ্টেন রবার্টসন।'

সহকারীদের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর। বলল, 'নিশ্চয় বেকার আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে।'

'তাড়াতাড়ি আয়,' বললেন মেরিচাচী।

'শুনে আসি,' বন্ধুদের বলল কিশোর। 'তোমরা বসো।' বলে একলাফে উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে। প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ফোন ধরল।

'কিশোর,' ভূমিকায় না গিয়ে সরাসরি বললেন ক্যাপ্টেন, 'তোমার বিরুদ্ধে দুটো অভিযোগ আছে। একটাকে ততটা সিরিয়াস ধরছি না আমি। ফগর্যাম্পারকট নালিশ করে গেছে, তুমি নাকি তার ভাতিজাকে লুকিয়ে রেখেছ।'

'আমি রাখিনি, সার,' জবাব দিল কিশোর। 'বব নিজেই এসে লুকিয়ে রয়েছে

www.MurchOna.com

আমাদের বাড়িতে। মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট সব সময় তাকে মারধোর করে...'

'কিন্তু ববের আম্মা যদি চান, তাঁর ছেলে চাচার কাছে থাকবে, আমরা কী করতে পারি? তবে বব এসে যদি আমার কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ করে, আমি ফগর‍্যাম্পারকটকে জিজ্ঞেস করতে পারি।'

'ঠিক আছে, সার, ববকে পাঠাব।'

'আর দ্বিতীয় অভিযোগটা সত্যিই সিরিয়াস। ব্যনশী টাওয়ারের মালিক মিস্টার মরিস বেকার অভিযোগ করেছেন, তিনটে ছেলে আর একটা কুকুর চুরি করে মিউজিয়ামে ঢুকেছে। তাদেরকে বেঁধে, তালা দিয়ে ফেলে রেখে এসে পুলিশকে খবর দিয়েছেন। তাঁর সন্দেহ, ছেলেগুলো ছবি চুরি করতে ঢুকেছে। তিনটে ছেলে আর কুকুরের কথা শুনে প্রথমেই তোমাদের কথা মনে হলো আমার। ঠিকই সন্দেহ করেছি, তাই না?'

শুনে কান গরম হয়ে গেল কিশোরের। রেগে উঠল, 'না, সার, ছবি চুরি করতে ঢুকিনি আমরা। অন্য কারণ ছিল।'

'ছাড়া পেলে কীভাবে?'

'তলোয়ার দিয়ে দড়ি খুলেছি। চাবি দিয়ে তালা খুলে বেরিয়ে এসেছি।'

'তোমরা ছবি চুরি করবে, এটা আমার বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু গোপনে টাওয়ারে ঢোকার কারণটা কী?'

'আমার সন্দেহ, সার, ছবি চুরির এক অভিনব কৌশল বের করেছে অতি ধূর্ত দুই চোর। মূল্যবান ছবি বের করে নিয়ে যাচ্ছে মিউজিয়াম থেকে। আমার বিশ্বাস এ সবের কিছুই জানেন না মরিস বেকার।'

'কী বলছ তুমি, কিশোর!'

'ঠিকই বলছি, সার। সেটা জানতেই টাওয়ারে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে মিটিং করতে ছাউনিতে বসেছিলাম, এ সময় আপনি ফোন করলেন।'

'তোমরা আছো তো? আমি এখনই আসছি,' উত্তেজিত মনে হলো ক্যাপ্টেনকে। 'রাখলাম।'

কিশোরও উত্তেজিত। ফিরে এল ছাউনিতে। ক্যাপ্টেন আসছেন, জানাল সহকারীদের।

'কেন কেন!' একবাক্যে জিজ্ঞেস করল সবাই। 'তুমি বলেছ নাকি কিছু?'

www.MurchOna.com

'ববের চাচা আমার নামে নালিশ করেছে, আমি নাকি তাকে আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছি।'

'তুমি রাখবে কেন?' রেগে গেল বব। 'আমি নিজেই তো চলে এসেছি। আসুক ক্যাপ্টেন, আমি নিজে তাঁকে সব খুলে বলব। বলব, আমার চাচা অকারণে আমার ওপর অত্যাচার করে।'

'কিন্তু শুধু এ কথা বলার জন্যে ক্যাপ্টেন আসছেন?' জানতে চাইল রবিন।

'না। মরিস বেকারও আমাদের নামে নালিশ করেছে: আমরা নাকি ছবি চুরি করতে বানশী টাওয়ারে ঢুকেছি।'

'খাইছে, কী মিথ্যুকরে, বাবা!' মুসা বলল। 'আমি তখনই বলেছিলাম, যাওয়ার দরকার নেই, যা খুশি ঘটুকগে! কিন্তু বানশীরহস্যের সমাধানের জন্যে সবাই এমন পাগল হয়ে উঠলে...'

'উঠলাম বলেই তো ধরা পড়বে চোরেরা,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'ওদের জারিজুরি খতম করে ছাড়ব আজ।'

'চাচাও আসছে নাকি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে?' বব জানতে চাইল।

'আসতে পারে, জানি না। ভয় পাচ্ছ নাকি?'

'কিছুটা যে পাচ্ছি না, তা নয়। তবে সাথে ক্যাপ্টেন আছেন তো, চাচা কিছু করতে পারবে না।'

'ক্যাপ্টেন আসতে তো কয়েক মিনিট সময় লাগবে, ততক্ষণ কী করব?' মুসার প্রশ্ন।

'খালিমুখে বসে থাকব কিনা, এটা জানতে চাইছ তো?' মুচকি হাসল কিশোর। 'না, মুখ নড়ানোর ব্যবস্থা করছি। ফারিহা, যাও তো, ফ্রিজ থেকে কোকের বোতল নিয়ে এসো। আর কিছু নাস্তা দিতে বোলো চাচীকে। বলবে, ক্যাপ্টেন রবার্টসন আসছেন।'

হাসি ফুটল মুসার মুখে। 'অত খাবার একা আনতে পারবে না ফারিহা। আমিও যাই।'

ফারিহার সঙ্গে বেরিয়ে গেল মুসা। প্রচুর খাবার নিয়ে ফিরে এল কয়েক মিনিট পর। খাবারগুলো নামিয়ে রাখল একটা বাক্সের উপর। ঠিক এই সময় গেটের ভিতর গাড়ি ঢুকবার শব্দ কানে এল। মিনিট দুই পরেই ঘাউ ঘাউ শুরু

www.MurchOna.com

করল টিটু।

থাবা পড়ল দরজায়। 'খোলো!' ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর।

সবার আগে লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল ফারিহা। ক্যাপ্টেন খুব ভালবাসেন তাঁকে। ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন। ফারিহার কাঁধ চাপড়ে আদর করে দিলেন। ঘরের মধ্যে চোখ বোলালেন, 'বাহ্, সবাই আছো। ভেরি গুড।'

ক্যাপ্টেনের বসবার জন্য শক্ত একটা বাক্স ঝেড়েমুছে রেখেছে ওরা। তাতে বসতে দিল ক্যাপ্টেনকে। হাসিমুখে বসলেন তিনি। এই ছাউনিতে আগেও এসেছেন। তখনও বাক্সের উপরই বসেছেন।

মনে মনে ভয় পাচ্ছে বব। কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ পেতে দিচ্ছে না। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে সে অন্যায় কিছু করেনি। অকারণে যদি চাচা তাকে মারধোর করে, কী করবে সে?

ববের দিকে তাকিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন, 'তোমার কথা পরে শুনব, বব, আগে কিশোরের কথা শুনি। হ্যাঁ, কিশোর, মরিস বেকার সম্পর্কে কী কী জানো তুমি?'

'অনেক কিছুই জানি, সার,' নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করল কিশোর। 'শুরুটা হয়েছে বড় একটা ছবি থেকে ছোট্ট একটা নৌকা উধাওয়ের ঘটনা দিয়ে...'

'ছবি থেকে নৌকা উধাও!' তাজ্জব হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ, সার, বানশী টাওয়ারের পিকচার-গ্যালারিতে বড় একটা ছবি থেকে ছোট একটা নৌকা উধাও হওয়ার পর থেকেই রহস্যটার প্রতি নজর পড়ে আমাদের,' বলল কিশোর। 'ছুটি কাটানোর জন্যে কিছু দর্শনীয় স্থান দেখব ঠিক করেছিলাম আমরা। আর সেজন্যেই প্রথমে গিয়েছিলাম বানশী টাওয়ারে।'

'পেইন্টিং আমার খুব ভাল লাগে,' ফারিহা জানাল। 'ববেরও ভাল লাগে।'

'সুতরাং সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এক সকালে,' কিশোর বলল। 'মিউজিয়ামের টিকেট কাউন্টার থেকে টিকেট কাটলাম। পিকচার-গ্যালারিতে ঢুকলাম। ছবিগুলো সত্যি খুব সুন্দর। সাগরের ছবিগুলো তো অপূর্ব। একটা ছবির সামনে সেই যে গিয়ে দাঁড়াল বব, আসতেই চায় না আর...'

'অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম,' বব জানাল। 'ছবিতে খুদে একটা নৌকা আঁকা, সার, নীল রঙের নৌকা। তাতে দুজন নাবিক। ছবিতে পাথরের একটা টিলার চারপাশে ঢেউ আছড়ে পড়ছে।'

www.MurchOna.com

ভুরু কুঁচকালেন ক্যাপ্টেন।

'পরদিন আবার গেলাম টাওয়ারে দেখতে,' বব বলল। 'সোজা সেই সাগরের ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি, নৌকাটা নেই। মোছা হয়নি। রঙ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়নি। শুধু, নৌকাটা গায়েব।'

'আশ্চর্য!' ক্যাপ্টেন বললেন। 'ভুল দেখোনি তো? নৌকাটা হয়তো অন্য কোন ছবিতে আছে।'

'না, সার,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল বব। 'ফারিহা সাক্ষী। সে-ও নৌকাটা দেখেছে।'

'আর এখান থেকেই রহস্যটার শুরু,' কিশোর বলল। 'টাওয়ারে ঢোকার পর সব দেখেশুনে আমার কেমন যেন লাগছিল। মন বলছিল, কিছু একটা ঘটছে ওখানে। টিকেট বিক্রেতা লোকটাকে পছন্দ হয়নি আমার, ভাল লাগেনি ওই ফরাসী লোকটাকেও। আর্টিস্ট।'

'একজন আর্টিস্টও ছিল তাহলে ওখানে!' ক্যাপ্টেন বললেন, 'নিশ্চয় ছবি নকল করছিল?'

'হ্যাঁ, সার, অনেক আর্টিস্টই ছিল,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে আঁকার হাত কারোরই ভাল না, কেবল ওই একজন বাদে। ফরাসী লোকটা–তার নাম লিয়েরাঁ–একেবারে নিখুঁত কপি করে। বাকি সবাই নবিস, আর্ট স্কুলের ছাত্র। ক্যাটালগে লিখেছে, জন টুনার নামে টেক্সাসের একজন ধনী রানশার ছবিগুলোর মালিক। তিনি মিস্টার বেকারকে ধার দিয়েছেন বানশী টাওয়ারের গ্যালারিতে ছবিগুলো প্রদর্শনের জন্যে। আর্ট স্কুলের ছাত্ররা জানিয়েছে, ছবিগুলোর নকল করছে হাত পাকানোর জন্যে। কেউ যদি নকল ছবি জেনেও কেনে, তাহলে বিক্রি করে দেবে। তবে এত বাজেভাবে আঁকা, কেউ এক ডলার দিয়ে কিনবে বলেও মনে হয় না।'

'মিউজিয়ামে ছবি চুরি হচ্ছে, এ সন্দেহ কেন হলো তোমার, কিশোর?'

'ছবি থেকে নৌকা উধাও হয়ে যাওয়াতে। মস্ত একটা ভুল করে বসেছিল লিয়েরাঁ। সাগরের ছবিটা আঁকতে গিয়ে তাড়াহুড়োতেই বোধহয় নৌকাটা বাদ দিয়ে ফেলেছিল সে। সেটা চোখে পড়ে যায় ববের। আমাকে দেখায়। আমার সন্দেহ হলো, নকল ছবি এঁকে আসলগুলো খুলে নিয়ে তার জায়গায় নকলগুলো

www.MurchOna.com

লাগিয়ে দেয়ার ফন্দি করেছে কেউ, আসলগুলো সরিয়ে ফেলবে। ছবির ফ্রেমের কোণায় আঠা লেগে থাকতে দেখে শিওর হলাম। তারপর পেলাম ফক্সের ডেস্কের ড্রয়ারে রাখা পেইন্টিঙের ওপর একটা বই। তাতে যে সব ছবি আছে, তার মধ্যে বেশ কয়েকটা পেইন্টিং আছে বানশী টাওয়ারে। বইয়ের ভিতরে লেখা নাম দেখে বুঝলাম, বইটার মালিক লিয়েরাঁ। লিয়েরাঁর গাড়িতে ফক্সকে দেখেছি, ফক্সের ড্রয়ারে পেলাম লিয়েরাঁর বই–কারা ছবি চুরির মতলব করেছে, অনুমান করতে আর অসুবিধে হলো না।'

'ফক্স আর লিয়েরাঁ,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'আসল ছবিগুলো চোরাই মার্কেটে বা কোন সংগ্রাহকের কাছে চড়া দামে বিক্রি করবে।' ববের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'বব, তোমাকে একটা ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। তোমার ওই সূত্র আবিষ্কারের কারণেই এতবড় একটা চুরির ঘটনা ধরা পড়ল।' একটা মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ক্যাপ্টেন। তারপর নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু চুরিটা প্রমাণ করব কীভাবে?'

'অতি সহজ,' জবাব দিল কিশোর। 'যদি মাল সহ হাতেনাতে ধরতে পারেন চোরগুলোকে।'

কিশোরের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'কিন্তু সেটাই তো সমস্যা! ধরব কীভাবে?'

'ওদের বাড়ি চলে যান না, তাহলেই তো হয়। আমরা যে ওদের অপকর্মের কথা জেনে গেছি ওরা নিশ্চয় এখনও জানে না। দু'একটা চোরাই ছবি এখনও ওদের বাড়িতে পেতে পারেন। ফক্সের ড্রয়ারে যে বইটা পেয়েছি, তাতে লিয়েরাঁর নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে। ফক্সের ডেস্কের ড্রয়ারে যে সব চিঠিপত্র পেয়েছি সেগুলো থেকে জানা যাবে কার কার সঙ্গে লিয়েরাঁর যোগাযোগ। নিশ্চয় ওসব লোকের কাছেই ছবিগুলো বিক্রির কথা পাকাপাকি করেছে লিয়েরাঁ।'

পকেট থেকে নোটবুক বের করলেন ক্যাপ্টেন। 'নাম-ঠিকানাগুলো মনে আছে তোমার?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'আছে।' গড়গড় করে বলে গেল সে।

লিখতে লিখতে ক্যাপ্টেন বললেন, 'স্মৃতিশক্তি তোমার অসাধারণ!' লেখা শেষ করে মুখ তুলে বললেন, 'ভাবছি, কবে তুমি বড় হবে আর পুলিশ বিভাগে যোগ দেবে! অপরাধীদের যম হয়ে যাবে তুমি, কিশোর পাশা। একবার কেউ

www.MurchOna.com

তোমার চোখে পড়ে গেলে তার আর নিস্তার নেই।'

চুপ করে রইল কিশোর। প্রশংসাটা নীরবে হজম করল।

'একটা কথা বুঝতে পারছি না, কিশোর,' রবিন বলল। 'ছবিগুলো তো অনেক বড়। যে কারও চোখে পড়ে যাওয়ার কথা। পাচার করত কীভাবে ওগুলো অনুমান করতে পারো?'

'অনুমান করতে হবে না, আমি জানি। পাইপের ভিতরে করে পাচার করত,' জবাব দিল কিশোর। 'বানশী টাওয়ারের বাইরে অনেকগুলো পাইপ স্তূপ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছ না? কিছু পাইপ ছোট ছোট করে কাটা। রোল করে ওগুলোর মধ্যে ছবি ঢুকিয়ে পাচার করেছে। আমি শিওর, লিয়েরাঁর ভ্যানে তুলে নিয়ে কেটে পড়েছে।'

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন, 'ভ্যানগাড়িটার লাইসেন্স প্লেট দেখেছ? নম্বর মনে আছে?'

'আছে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

উজ্জ্বল হলো ক্যাপ্টেনের মুখ। 'জানতাম। বলো।' দ্রুত খসখস করে নম্বরটা লিখে নিলেন তিনি। 'এবার আর ওদের জেলে ভরতে কোন অসুবিধে হবে না আমার।' ওঠার উপক্রম করলেন তিনি। 'এখুনি গিয়ে লোক লাগিয়ে দিচ্ছি।'

মুসা বলল, 'আরেকটু বসুন, স্যার।' বাক্সের উপর রাখা খাবারগুলো দেখাল। 'আপনার অপেক্ষায়ই আছে।'

'অর্থাৎ আমি শুরু না করলে তোমরাও খেতে পারছ না,' একটা বিস্কুট তুলে নিলেন তিনি।

'আর কিছু নিলেন না?' ফারিহা বলল।

'না, তোমরা খাও। আমি আর দেরি করতে পারছি না। পালিয়ে যাওয়ার আগেই চোরগুলোকে ধরার ব্যবস্থা করা দরকার।'

'ববের কী হবে, সার? বাড়ি ফিরে যাবে? গেলেই তো ওর চাচা…'

'ওর চাচা কিছুই করবে না আর, কথা দিচ্ছি তোমাদের। অফিসে গিয়েই ফগর্যাম্পারকটকে ডেকে পাঠাব আমি। সব বুঝিয়ে বলব।'

সেদিনই কিশোরকে ফোন করে ক্যাপ্টেন জানালেন, ওর ধারণা ঠিক, ফক্সের বাড়িতেই পাওয়া গেছে পাইপে ভরা তিনটা ছবি। ফক্স আর লিয়েরাঁকে অ্যারেস্ট

www.MurchOna.com

করা হয়েছে। জেরার মুখে সব স্বীকার করেছে ওরা। এই চুরির ঘটনার কিছুই জানতেন না মরিস বেকার। সব শুনে তো মুষড়ে পড়েছেন। পাচার হওয়া আসল ছবিগুলো ফেরত আনবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন।

বারো

পরদিন ক্যাপ্টেনের মুখে সব শুনে ফগের তো আক্কেল গুড়ুম। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। 'আপনি বলছেন, সার, আমার ভাতিজা ববই প্রথমে সূত্রটা খুঁজে বের করেছে? আমি কোনদিন কল্পনাই করিনি ববের এত বুদ্ধি!'

'দেখো, ফগর‍্যাম্পারকট, কোনদিন যদি তুখোড় পুলিশ অফিসার হয়ে ওঠে তোমার ভাতিজা, অবাক হব না আমি,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'তুমি খুব ভুল করছ। তোমার ভয়ে ও বাড়ি থেকে পালিয়েছে।'

'হ্যাঁ, সার, ঠিকই বলেছেন। মাঝে মাঝে মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না আমি,' অকপটে স্বীকার করল ফগ। 'আমার তো মনে হচ্ছে বাড়ি নিয়ে এসে এখন থেকেই ওকে ট্রেনিং দেয়া দরকার।'

'এই তো কথার মত কথা বলেছ, ফগর‍্যাম্পারকট,' উঠে এসে ফগের পিঠ চাপড়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। 'এখনকার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিকে কোনমতেই খাটো করে দেখো না, ভুল করবে। আমাদের অনেক পরে জন্মেছে ওরা, বেশি বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে। কিশোর পাশার কথাই ধরো না, ওর মত মগজ আমি আর একটাও দেখিনি।'

কিশোরের কথা উঠতেই আড়ষ্ট হয়ে গেল ফগ। তাড়াতাড়ি বলল, 'তাহলে, সার, আমি গিয়ে এখনই ববকে বাড়িতে নিয়ে যাই। ওর মা এখনও জানে না। জানলে রাগ করবে আমার ওপর।'

'তাঁর ছেলে যে কী বুদ্ধিমান, এটা বোলো, তাহলেই শান্ত হয়ে যাবেন। ঠিক আছে, যাও এখন। চোরগুলো ধরা পড়লে জানাব তোমাকে।'

ক্যাপ্টেনকে সালাম জানিয়ে বেরিয়ে এল ফগ। ওই 'মোটকা' ছেলেটার মুখোমুখি হতে হবে যতই ভাবছে, মনটা দমে যাচ্ছে। ছেলেটার পিচ্চি কুকুরটা

www.MurchOna.com

তো আরও পাজি! যেমন মনিব তার তেমনি কুকুর!

কিন্তু কী আর করা! ববকে আনতে যেতেই হবে। কী কপাল! ওর নিজের ভাতিজা, সে-ও এক হাত নিয়েছে তাকে! ববের এত বুদ্ধি, কে জানত! এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

সাইকেলে করে কিশোরদের বাড়ি চলল ফগ।

কিশোরদের ছাউনিতে তখন আড্ডা দিচ্ছে সবাই। বানশী টাওয়ার নিয়েই মূলত আলোচনাটা হচ্ছে।

'ক্যাসেট বাজিয়ে বানশীর চিৎকার করার বুদ্ধিটা কিন্তু সাংঘাতিক,' মুসা বলল। এদিকে ভূতকে ভয়ও পায়, আবার 'আসল' ভূতের চিৎকার নয় জেনে হতাশও লাগছে তার।

'একটা ব্যাপার আমি এখনও বুঝতে পারছি না,' রবিন বলল, 'ওই বাঁশি বাজানোর বুদ্ধি করেছিল কেন ওরা? তা-ও শুধু বৃহস্পতিবারে, একদিন?'

'আমার বিশ্বাস,' কিশোর বলল, 'লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে পুরানো গুজবকে কাজে লাগিয়ে বানশীর চিৎকার শুনিয়ে চমক সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন মরিস বেকার। ভেবেছিলেন বানশীর চিৎকারের কথা শুনে দলে দলে দেখতে আসবে লোকে, তাতে জমে উঠবে মিউজিয়াম। কিন্তু মিউজিয়াম জমেনি। রোজ রোজ বাঁশি বাজালে আকর্ষণ কমে যাবে, গুজবের সঙ্গেও মিলবে না, সে-জন্যে সপ্তাহে শুধু একদিন বাজানো হতো...'

কান খাড়া করে ফেলল টিটু। চাপা গোঁ-গোঁ করে উঠল।

দরজার দিকে তাকাল ফারিহা। 'কে যেন আসছে!'

সাইকেলের ঘন্টা শোনা গেল। খানিক পরেই দরজায় থাবা পড়ল। 'ঝামেলা!...এই বব, আছিস ওখানে? পালাসনে। ক্যাপ্টেন আমাকে সব বলেছেন। আমি তোকে নিতে এসেছি।'

সবাইকে অবাক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। টিটুকে নিয়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল দ্রুত। যাবার আগে ববকে বলে গেল, 'আমি জানালার বাইরেই আছি। তোমার চাচা যদি কিছু করে, ব্যবস্থা করব।'

কিশোর বেরিয়ে গেলে দরজা খুলে দিল রবিন। ঘরে ঢুকল ফগ। তবে চেহারায় রাগ নেই, ওদের দেখলে সাধারণত যেমন থাকে। তবে ভয় আছে। দ্রুত

www.MurchOna.com

চোখ বুলিয়ে টিটুকে খুঁজল। নেই দেখে ভয়টাও কেটে গেল।

'গুড মর্নিং, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট,' ফারিহা বলল।

হাসি ফুটল ফগের মুখে। 'গুড মর্নিং। এই মেয়েটার বুদ্ধি আছে। ভদ্রও। পুলিশের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানে। বব, তুই নাকি বানশী টাওয়ারের রহস্য ভেদ করতে খুব মূল্যবান তথ্য দিয়েছিস? তা তথ্যটা আমাকে না জানিয়ে ওই মোটকা বিচ্ছুটাকে দিতে গেলি কেন?'

মুখ লাল হয়ে গেল ববের। 'তো-তোমাকে দেব কী করে? বা-বা-ব্বাড়িতেই তো ছিলাম না!'

'পালালি কেন?'

'ধ-ধ-ধরে ধরে খালি মারো...'

'আর মারব না, চল। তবে এই বিচ্ছুগুলোর সঙ্গে আর মিশবি না বলে দিলাম, শুধু এই মেয়েটা বাদে...বাকি তিনটাই পাজির পা ঝাড়া! কুত্তাটা তো আরও বদ...'

তার কথা শেষ হতে না হতেই অদ্ভুত এক চিৎকার শোনা গেল বাইরে থেকে। ধীর লয়ে শুরু হলো শব্দটা। বাড়তে থাকল ক্রমে। কানফাটা তীক্ষ্ণ চিৎকার।

'খাইছে! বানশী!' ভয়ে কেঁপে উঠল মুসা।

মুসার দেখাদেখি রবিন আর ফারিহাও কাঁপতে শুরু করল। অবাক চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে বব। ওরা যে অভিনয় করছে, বুঝতে সময় লাগল তার।

এমন ভয়ঙ্কর চিৎকার জীবনে শোনেনি ফগ। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে দুই হাতে কান চেপে ধরে লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সাইকেলটা রেখেছিল দরজার কাছে, চাকায় পা বেধে ধুড়ুস করে উড়ে গিয়ে পড়ল বাগানে। মেরিচাচীর একটা শখের গোলাপঝাড়ের বারোটা বাজল। ফগের বিশাল বপুর চাপে নুয়ে পড়ল অনেকগুলো গাছ। ডালপালা ভাঙল। গোলাপ গাছও ফগের গায়ে কয়েক ডজন কাঁটা ফুটিয়ে শোধ নিল। কাঁটার ব্যথায় গলা ফাটিয়ে 'উহ! আহ! ঝামেলা ঝামেলা!' বলে চিৎকার শুরু করল ফগ। তাকে কামড়ানোর জন্য পাগল হয়ে গেল টিটু। ঝাড়া দিয়ে কিশোরের হাত থেকে ছুটে দৌড় দিল।

www.MurchOna.com

হট্টগোল শুনে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। ফগকে তাঁর সাধের গোলাপ ঝাড়ে গড়াগড়ি খেতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে টিটুর কামড় থেকে পা বাঁচিয়ে উঠে দাঁড়াল ফগ। দৌড় দিল গেটের দিকে। চেঁচাতে চেঁচাতে তার পিছু নিল টিটু। ছাউনির ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। হাসি একান-ওকান হয়ে গেছে। ডেকে টিটুকে ফেরাল। চিৎকার করে বলল, 'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, আপনার সাইকেল নিয়ে যান!'

ফিরে তাকিয়ে ফগ জবাব দিল, 'বব, তুই সাইকেলটা নিয়ে আসিস! আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি! উহ্, এত কাঁটা…!'

ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসেছে সবাই। ফগের দুর্গতি দেখে হাসতে হাসতে চোখে পানি চলে এসেছে সবার।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন মেরিচাচী। কিছু বুঝতে পারছেন না। কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই, কী হয়েছে রে! ওই বোকা পুলিশম্যানটা অমন করে পালাল কেন?'

'বানশীর চিৎকার শুনে, চাচী। হা হা হা! হো হো হো!' হাসি কোনমতেই বন্ধ করতে পারছে না কিশোর।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মেরিচাচী।

*

দুদিন পর আবার ছাউনিতে আড্ডা দিচ্ছে তিন গোয়েন্দা। ফারিহা, বব আর টিটুও আছে ওদের সঙ্গে।

বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকল একটা কালো গাড়ি।

কয়েক মুহূর্ত পরই চিৎকার শুরু করে দিল টিটু।

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল কিশোর, 'আবার কে এল?'

মুসা জিজ্ঞেস করল ববকে, 'তোমার চাচা না তো?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল বব। 'চাচার আসার কোন কারণ নেই। চাচা এখন আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে।'

'তাহলে কে?' দরজার দিকে তাকাল রবিন।

থাবা পড়ল দরজায়। মেরিচাচী বললেন, 'কিশোর, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন তোদের সঙ্গে।'

www.MurchOna.com

'কে, চাচী?

'মিস্টার বেকার।'

মরিস বেকার! ছেলেমেয়েরা সব অবাক। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল কিশোর।

ঘরে ঢুকলেন বেকার। মেরিচাচী চলে গেলেন। দরজা লাগিয়ে দিল কিশোর।

কিশোরের হাত জড়িয়ে ধরে বেকার বললেন, 'তোমাদের কাছে মাপ চাইতে এলাম। সত্যিই খুব বোকামি হয়ে গেছে। না বুঝে ভুল করে ফেলেছি। ফক্সের কথায় তোমাদের চোর ভেবেছি। অথচ ওটাই যে চোর---লজ্জায় আমার---' কথা রুদ্ধ হয়ে এল তাঁর। অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন।

'আহা, অমন করছেন কেন? বসে কথা বলুন!'

'আগে বলো তোমরা আমাকে মাপ করেছ কিনা?'

'করেছি, করেছি!' প্রায় জোর করে একটা বাক্সের উপর বেকারকে বসিয়ে দিল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'ছবিগুলো ফেরত পেয়েছেন?'

'পেয়েছি। সর্বনাশ করে ফেলছিল আমার! কী বাঁচান যে বাঁচিয়েছ তোমরা আমাকে!'

মরিস বেকারের মাপ চাওয়ার ঠেলায় রীতিমত বিব্রত বোধ করতে লাগল সবাই।

'এখন চলো,' হঠাৎ বলে উঠলেন বেকার।

'কোথায়?' আরেকবার অবাক হওয়ার পালা সবার।

'টাওয়ারে।'

'ওখানে কী করব?' প্রশ্নটা না করে পারল না মুসা। 'বানশীর চিৎকার শোনাবেন? আর ভয় পাওয়াতে পারবেন না আমাদের।'

'না না, বানশী না। আমার ওই চালাকি ফ্লপ করেছে। কিছু গণ্যমান্য লোককে দাওয়াত করেছি। ক্যাপ্টেন রবার্টসন আর কনস্টেবল ফগর্যাম্পারকটও যাবে। সবার কাছে পরামর্শ চাইব আমি, কী করলে জমে উঠবে মিউজিয়াম।'

কিশোর বলল, 'কিন্তু ওই আলোচনায় আমরা কেন? আমরা পরামর্শ দিতে পারব?'

'পারবে, পারবে, তোমরাই পারবে! তোমরা খুব বুদ্ধিমান ছেলে।' ফারিহার

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

দিকে চোখ পড়তে বললেন, 'এবং মেয়ে।' টিটুকেও আহত করতে চাইলেন না। 'এবং কুকুর।' মুসার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। 'মুসা, বিশাল এক আইসক্রীম কেকের ব্যবস্থা করেছি আমি। তোমাদের সবার কথা জেনেছি আমি ক্যাপ্টেন রবার্টসনের কাছে। তোমরা কে কেমন, কার কী স্বভাব, কে কী পছন্দ করো, এখন আমার মুখস্থ।'

'খাইছে!' লজ্জা পেল মুসা, 'আমাকে পেটুক বলেছেন ক্যাপ্টেন! যান, আমি যাব না!'

'আরে না না, তা বলবেন কেন?' তাড়াতাড়ি বললেন বেকার, 'বলেছেন, তুমি নাকি ভূত বিশেষজ্ঞ। বানশী দিয়ে তো কাজ হলো না। এখন নতুন কোন্ ভূতের ব্যবস্থা করলে লোকের নজর পড়বে মিউজিয়ামটার দিকে, সেটা জানাবে তুমি। আইসক্রীমটা তোমার সম্মানী। আর তোমার সুবাদে আমরাও কিছু ভালমন্দ খেয়ে নিতে পারব।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'তাই বলুন!' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'কিশোর, যাচ্ছি আমরা, তাই না?'

'নিশ্চয়!'

বেকারের পিছু পিছু সারি দিয়ে ছাউনি থেকে বেরিয়ে এল ছেলেমেয়েরা।

মেরিচাচী তখন বাগানে। ডাল-ভাঙা গোলাপ গাছগুলোর পরিচর্যা করছিলেন। কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'ভূতের ব্যবস্থা করতে, চাচী,' জবাব দিল কিশোর। 'ফিরে এসে বলব সব।' সোজা এগোল সে বেকারের কালো গাড়িটার দিকে।

যাত্রী অনেক। ঠাসাঠাসি করে বসতে হলো সবাইকে। স্টার্ট নিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়ি।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে আনমনে বিড়বিড় করে কী যেন বললেন মেরিচাচী। তারপর গোলাপ গাছের পরিচর্যায় মন দিলেন আবার।

-: শেষ :-

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

RUDRO SAGOR by Rakib Hassan

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com